শ্রা ব ণী

নাটক

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬৭

অঙ্কন : শ্রীসিদ্ধার্থবিকাশ সেন

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে
প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

রঙ্গম গোষ্ঠীকে দিলাম

—পরিচিতি—

(পুরুষ)

মহেন্দ্র চৌধুরী	...	দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার
হেমন্ত চৌধুরী	...	মহেন্দ্র চৌধুরীর নাতি
সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	হেমন্তর শ্বশুর
দ্বিজেন	...	হেমন্তর বন্ধু
রাধিকাপ্রসন্ন	...	নায়েব
প্রসূন	...	বরবেশী যুবক
কমলেশ, বিজয়, সত্যজিৎ	...	প্রসূনের বন্ধু
রথীন সান্যাল	...	হেমন্তর মামাশ্বশুর
গদাই সামন্ত	...	নাট্যশালার মালিক
বিধু	...	ঐ প্রম্পটার
পলাশকুমার	...	ঐ অভিনেতা
বনমালী	...	ঐ লাইটম্যান
যোগেশ	...	হেমন্তর বাল্যবন্ধু
কেশব আচার্য	...	পুরোহিত
কালু	...	ভৃত্য
রাম সিং	...	দরোয়ান
হরিধন	...	কণ্ট্রাক্টর
অবিনাশ, অরবিন্দ	...	দুটি তরুণ
হীরালাল	...	হেমপ্রভার ভৃত্য
স্বরূপ	...	হেমন্তর ভৃত্য
কুলি, যাত্রী, ভেণ্ডার		

(মহিলা)

হেমপ্রভা	...	সুপ্রকাশের স্ত্রী
গৌরী	...	হেমপ্রভার কন্যা
শ্রাবণী	...	গৌরীর পরিবর্তিত নাম
অনসূয়া, প্রিয়ংবদা	...	শ্রাবণীর সখীদ্বয়
মলি	...	হেমপ্রভার বান্ধবী-কন্যা
শীলা	...	নাট্যশালার নায়িকা
লছমী	...	গৌরীর দাই

শ্রাবণী

—প্রথম অঙ্ক—

॥ কথা-মুখ ॥

[যবনিকা উত্তোলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল সানাই বাজছে। নাতিপ্রশস্ত একখানি ঘর। পশ্চাৎ দিকে ঘরের একটি প্রশস্ত গরাদ দেওয়া জানালা। জানালার ওদিকে গাছগাছালি ভরা গ্রামের একটি অংশ দেখা যায়। সন্ধ্যারাত আকাশে মেঘ জমেছে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘরেব মধ্যে হোমের আগুন জ্বলছে। গাঁট-ছড়া বাঁধা বর ও কনে-বেশী হেমন্ত ও গৌরী প্রদক্ষিণ করছে সেই হোমশিখা। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করছে। লাল চেলী পরা আট বছরের বালিকা-বধূ গৌরী। মাথায় ঘোমটা, মুকুট। কপালে চন্দন, গলায় গোড়ের মালা। বারো বছরের বর কিশোর বালক হেমন্ত। পরনে ধুতি, মাথায় টোপর, গলায় ফুলের মালা। গৌরীর বাপ সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়—পরনে গরদের ধুতি-চাদর, পাশে দাঁড়িয়ে। বর হেমন্তর দাদু—বৃদ্ধ দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার মহেন্দ্র চৌধুরী একটা চেয়ারে বসে। পরিধানে তাঁর কোঁচান ধুতি ও গিলেকরা পাঞ্জাবি। গৌরীর সামনে দাঁড়িয়ে গৌরীর দাই লছমী যুবতী রাজপুতানী—মন্ত্র পড়ছে পুরোহিত কেশব আচার্য সাত পাকের পর।]

কেশব—প্রণাম কর, বাবাকে প্রণাম কর গৌরী।

[গৌরী আর হেমন্ত প্রণাম করে, সুপ্রকাশ মেয়েকে পরমস্নেহে বুকে টেনে নেয়।]

সুপ্রকাশ—বেঁচে থাকো মা—এয়ো স্ত্রী হও, স্বামী-সোহাগিনী হও।

লছমী—আহা কি মানিয়েছে, ঠিক যেন হর-গৌরী।

কেশব—দাদুকে প্রণাম কর—ঠিক বলেছিস লছমী হর-গৌরীই—

[গৌরী আর হেমন্ত প্রথমে মহেন্দ্রকে পরে কেশবচন্দ্রকে প্রণাম করে]

মহেন্দ্র—উঃ [নাতিকে] শালার মুখে হাসিটা একবার দেখেছ।
[গৌরীকে একেবারে মহেন্দ্র বুকে তুলে নেয়] দিদিভাই—
আমার দিদিভাই, ওবে বাজা বাজা জোরে সানাই বাজা।

[সহসা ঐ সময় প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়, মেঘের ডাক ও বৃষ্টি শুরু হয়। ভৃত্য কালু ও দারোয়ান রাম সিং ছুটে আসে।]

রাম সিং—বহুত ঝড় আসছে রাজা—

কালু—পাতা-টাতা সব উড়ে যাচ্ছে।

মহেন্দ্র—গদাই কোথায়—যা তাকে বল ছাতে অসুবিধা হলে নীচের ঘরে সব পাতা করে দিতে।

[রাম সিংহ ও কালু চলে গেল। সোঁ সোঁ ঝড়ের গর্জন বৃষ্টি ও মেঘের ডাক বাইরে]

সুপ্রকাশ—এ যে সত্যি-সত্যিই ভীষণ ঝড় এলো দেখছি চৌধুরী মশাই।

[সুপ্রকাশের কথা শেষ হয় না ঝড়ের মতই এসে সুপ্রকাশের স্ত্রী হেমপ্রভা ঘরে ঢোকে ; হিল তোলা জুতোর খট্ খট্ শব্দ তুলে। পরনে দামী শাড়ী ড্রেস করে পরা, চোখে চশমা। হাতে ঘড়ি ও ব্যাগ। চোখে মুখে অহঙ্কার ; উদ্ধত স্ত্রীকে দেখে সুপ্রকাশ বলে]

সুপ্রকাশ—এই যে হেমপ্রভা, তাহলে তুমি আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলে। এসে গেছো—খুব ভাল হল এসে গেছো তুমি। বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তোমার মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ কর হেম।

হেম—আশীর্বাদ !

সুপ্রকাশ—হাঁ, তুমি গৌরীর মা—সর্বাগ্রে যে তোমারই আশীর্বাদ ওদের প্রয়োজন। মা গৌরী—

[গৌরী এগিয়ে আসছিল। কিন্তু মায়ের রক্তচক্ষুর দিকে চেয়ে আর এগুবার সাহস পায় না। থমকে দাঁড়িয়ে যায়]

মহেন্দ্র—আশীর্বাদ করুন বেয়ান—

হেম—তাহলে সত্যি-সত্যিই তুমি ঐ শিশুটার বিয়ে দিলে ?

সুপ্রকাশ—হাঁ, মানে—

হেম—কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, কোন্ অধিকারে এ কাজ তুমি করলে। এত বড়ো দুঃসাহস তোমার হল কি করে।

[মুহূর্তের জন্য যেন দপ্ করে সুপ্রকাশের চোখের মণি দুটো জ্বলে ওঠে, তারপরই শান্ত কণ্ঠে বলে]

সুপ্রকাশ—ঠিক যে অধিকারে কন্যার বিবাহ দেওয়া যায় সেই পিতার অধিকারেই আমার মনোমত পাত্রের সঙ্গে—

হেমপ্রভা—পিতার অধিকার—কিন্তু ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই আমি ওর মা। আমারও একটা মতামত আছে। তাছাড়া আজ এ দেশে সর্দা-আইনে এ বিবাহ অপরাধ, আইনে দণ্ডনীয়—সেটা নিশ্চয়ই জান তুমি।

সুপ্রকাশ—জানি বৈকি।

হেম—জান !

মহেন্দ্র—শুনুন মা দোষ কিন্তু বেশী আমারই, আমি নাতনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে—

হেম—থামুন—অসভ্য ইতর, [সুপ্রকাশের দিকে চেয়ে] তাহলে আদালতে দাঁড়িয়ে সেই কথাই বলো।

[বলতে বলতে বাঘিনীর মতো দৃঢ়পদে এগিয়ে যায় হেমপ্রভা, মেয়ের মাথা থেকে মুকুটটা খুলে মালাটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে দিতে প্রচণ্ড আক্রোশ ও ঘৃণা-ভরে বলে]

খুলে ফেল—খুলে ফেল এসব—nonsense.

সুপ্রকাশ—[গভীর কণ্ঠে] হেমপ্রভা !

[সানাই থেমে গেছে—দরজায় অনেকগুলি মুখ উঁকি দিচ্ছে—প্রচণ্ড ঝড় বাইরে, হেমপ্রভা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, মেয়ের মাথার সিঁদুর মুছে দিতে দিতে বলে]

হেম—মুছে ফেল—মুছে ফেল এসব।

লছমী—মাঈজী, এ তুমি কি করছো, সাদী হয়ে গিয়েছে।

মহেন্দ্র—[চীৎকার করে ওঠে] মা কি করছেন, বিয়ে হয়ে গিয়েছে—অগ্নি, নারায়ণশিলা সাক্ষী রেখে বিয়ে হয়ে গিয়েছে—

হেম [চীৎকার করে] Shut up, বুড়ো শকুনি শয়তান—বিয়ে হয়ে গিয়েছে !

মহেন্দ্র—হাঁ, কন্যার বাপ সুপ্রকাশ নিজে তার কন্যা সম্প্রদান করেছে।

হেম—[মেয়ের হাত শক্ত করে ধরে] হাঁ-হাঁ, সেটা দুজনকেই আপনাদের জবাব দিতে হবে যখন দুজনকেই আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড় করাব।

[মেয়ের হাত ধরে টেনে] চলে আয়—

লছমী—মাঈজী—

মহেন্দ্র—কোথায় যাচ্ছেন। দাঁড়ান।

হেম—[বাঘিনীর মত ঘুরে দাঁড়িয়ে] কি বললেন ?

মহেন্দ্র—দাঁড়ান—গৌরী আপনার মেয়ে হলেও সে এখন আমার নাতবৌ, আমার বিনা অনুমতিতে আপনি এখান থেকে ওকে নিয়ে যেতে পারেন না।

হেম—পারি না ?

মহেন্দ্র—না।

হেম—I see. [চীৎকার করে] হীরালাল ?

[দরজার ভিড় ঠেলে মিলিটারী ড্রেস পরা হাতে বন্দুক মাথায় পাগড়ী হীরালাল প্রবেশ করে]

হীরা—মেমসাব !

হেম—এ আদমী লোগন হামকো বাধা দেনেসে বন্দুক চালানা—হামারা হুকুম—

হীরা—যো হুকুম মেমসাব।

[হেমপ্রভা আবার দরজার দিকে এগোয়। সবাই পাথরের মত দাঁড়িয়ে। সুপ্রকাশ আবার বলে]

সুপ্রকাশ—শোন, আইনে যতই দণ্ডনীয় হোক কিন্তু শাস্ত্রানুযায়ী এ বিয়ে হয়ে গেছে, আজ আর এ বিয়েকে তুমি অস্বীকার করতে পার না হেম।

হেম—করি—করি—অস্বীকার করি। I deny—I deny it.

[বলতে বলতে ঝড়ের বেগে হেমপ্রভা গৌরীকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। হীরালাল একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে বের হয়ে গেল। ঝড় জল মেঘের ডাক। সবাই স্তব্ধ। হঠাৎ মহেন্দ্র চৌধুরী চীৎকার করে ওঠে]

মহেন্দ্র—আমি—আমিও দেখে নেব। আমিও রাজা গণদেব চৌধুরীর ছেলে মহেন্দ্র চৌধুরী। রাম সিং—কাল্লু—

[রাম সিং ও কাল্লু ছুটে আসে ঘরে]

রাম সিং—হোজুর !

মহেন্দ্র—যাও রোখ—ও জেনানাকো রোখ—যাও—দেখো ও ভাগনে সে তোমরা দোনো আদমী কো জান হাম লেলেগা—

(ঝড় জল মেঘের ডাক বিদ্যুৎ। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায় অন্ধকারে]

॥ Music effectয়ে বারো বছরের বিরতির পর ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[সন্ধ্যা হয়েছে সবে। ছোট একটা বস্তির ঘর, বস্তির ঘর যেমন হয় তেমনি। জানালা-পথে গলির গ্যাস-পোস্ট থেকে খানিকটা আলো এসে প্রায় অন্ধকার ঘরটার মধ্যে ঢুকেছে। দুদিকে দুটো জানালা। একটা সদর অন্যটা পাশের ঘরে যাবার। মধ্যবর্তী ঘরের দরজার কবাট দুটো ভেজানো। অন্যটা খোলা। একটা তক্তাপোষ, তার উপরে "নাট-মঞ্চ" থিয়েটারের অভিনেতা দ্বিজেন একটা লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে। একটা দড়িতে কিছু ময়লা জামাকাপড়। ভাঙা একটা বাক্স। তার উপরে একটা তানপুরা। একধারে একটা কুঁজো, তার উপরে একটা গ্লাস উল্টানো। গান গাইতে গাইতে হেমন্ত এসে ঘরে ঢুকল—পরনে একটা ছেঁড়া প্যাণ্ট—ছেঁড়া ময়লা একটা হাফ শার্ট—মুখে দুদিনের না-কামানো দাড়ি। সুন্দর চেহারা হেমন্তর]

গান

হেমন্ত—নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোর রবেই রবে ॥

[গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকে গায়ের শার্টটা খুলে ফেলে দড়ির উপর ছুঁড়ে দেয়। দ্বিজেন বিরক্তিভরে পাশ ফিরে শোয়, হেমন্ত গান গাইতে গাইতে এগিয়ে যায় জল খাওয়ার জন্য কুঁজোটার দিকে)

ওরে মন হবেই হবে ॥

পাষাণ সমান আছে পড়ে প্রাণ নিয়ে সে উঠবে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে ॥

[কিন্তু দেখা গেল গ্লাসে ঢালতে গিয়ে কুঁজোয় এক ফোঁটা জলও নেই, খালি। উপুড় করে ধরল মুখে হাঁ করে। না, জল নেই। দ্বিজেন উঠে বসেছে ততক্ষণে। দেখছে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে, হেমন্তও গান গেয়ে যায়]

সময় হল সময় হল—যে যার আপন বোঝা তোল রে—
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস সে দুঃখ তোর সবেই সবে ॥

দ্বিজেন—দুঃখ নয়, শেষ পর্যন্ত যেতে হবে তোকেই—

হেমন্ত—[গান থামায়] বলছিস !

দ্বিজেন—হাঁ।

হেমন্ত—[আবার গেয়ে ওঠে]

ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে দেখবি সবাই আসবে সেজে—
একসাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে ॥

দ্বিজেন—তোকে একাই যেতে হবে রে হতভাগা, কেউ যাবে না তোর সঙ্গে—আর ঘণ্টাও তোর বেজেই যাবে—

[বলতে বলতে দ্বিজেন উঠে পড়ে এবং গায়ে জামাটা চড়াতে থাকে]

হেমন্ত—[হাসতে হাসতে] বলছিস !

দ্বিজেন—হাঁ, তুই যখন আমার কথা শুনবি না, ঐ ঘনারামের কাগজের হকারী করে সাইকেল নিয়ে সারা শ্যামবাজার টো-টো করেই তোর বাকী জীবনটা কেটে যাবে।

হেমন্ত—[হাসতে হাসতে] বলছিস !

দ্বিজেন—তারপর একদিন ক্ষইতে ক্ষইতে শেষ হয়ে যাবি।

হেমন্ত—Unwept—unhonoured and unsung—বল্ বল্ থামলি কেন, যদি কেউ দয়া করে হিন্দু সৎকার সমিতিকে খবরটা দেয় তো তারা এসে সৎকারের জন্য নিয়ে যাবে। নচেৎ [হাসে]—

দ্বিজেন—হাসছিস, লজ্জা করছে না তোর হাসতে ?

হেমন্ত—তুই তো ভাই জানিস—জীবনে কাঁদিনি আমি কখনো।

[বলতে বলতে গান গেয়ে ওঠে]

হাস্য শুধু আমার সখা
অশ্রু আমার কেহই নয় ;
হাস্য করে অর্ধ জীবন
করেছি তো অপচয়।

রাগ করেছিস দ্বিজেন, দেখ তুই—

দ্বিজেন—থাক—থাক—

হেমন্ত—দেখ তুই বুঝছিস না দ্বিজেন—

দ্বিজেন—বুঝছি না—না ?

হেমন্ত—না। বুঝছিস না। নচেৎ কবে সেই কোন্ শৈশবে কি একটা ঘটেছিল এবং যা এই দীর্ঘ বারো বছরে কবে ধুয়ে মুছে একেবারে সাফ হয়ে গিয়েছে এবং যা হয়ত আজ তারও মনে নেই—কারও মনে নেই—আজ যদি সেই কথা তাকে মনে করাতে যাই তাহলে কি দেবে জানিস ? স্রেফ গলা ধাক্কা—অর্ধচন্দ্র—

দ্বিজেন—দিলেই অমনি হলো, একি মামা বাড়ির আবদার !

হেমন্ত—আবদার নয় বলেই দেবে—তাছাড়া ভুলে যাচ্ছিস কেন—সে হচ্ছে রায় বাহাদুর, মাইকা বিজনেসের লাখপতি বিজনবিহারী সান্যালের একমাত্র দৌহিত্রী, তার লক্ষ লক্ষ টাকা—গাড়ী বাড়ী—বিজনেস সব কিছুর একমাত্র ওয়ারিশান ; আর আমি—আমি হেমন্ত চৌধুরী, কে—কি আজ আর আমার পরিচয়—

দ্বিজেন—পরিচয় নেই কিছু ?

হেমন্ত—নিশ্চয়ই নেই—কাগজের হকারী করি—ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাস করতে পারিনি। এই ভাঙা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার বস্তির ঘরে থাকি, দুটো পয়সার অভাবে নিয়মিত দাড়িটা পর্যন্ত কামাতে পারি না—একটা আস্ত জামা পর্যন্ত—

দ্বিজেন—সেইজন্যই তো বলছি বার বার, চলে যা—go and demand !

হেমন্ত—পাগল, পাগল তুই।

দ্বিজেন—দেখ, আজকের দিনে ছিনিয়ে না নিতে পারলে একটা দানা অন্ন কেউ তোকে দেবে না—might is right—আর এখানে তো তোর ছিনিয়ে নেওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না ; তোর নিজের বিবাহিতা স্ত্রী।

হেমন্ত—স্ত্রীই বটে, একেবারে যাকে বলে অর্ধাঙ্গিনী।

[আবার গেয়ে উঠে]

গান

হেমন্ত—আনমনা আনমনা
তোমার কাছে আমার বাণীর
মাল্যখানি আনব না।

দ্বিজেন—থাম্—থাম্—

হেমন্ত—[গেয়ে ওঠে] বার্তা আমার ব্যর্থ হবে
সত্য আমার বুঝবে কবে,
তোমার মন জানব না
আনমনা আনমনা—

দ্বিজেন—Rubish !

হেমন্ত—রাগ করিস না রে, শোন—এ শুধু অসম্ভবই নয়, অবিশ্বাস্য—কেন বুঝছিস না—

দ্বিজেন—অবিশ্বাস্য কেন ? দেশে আদালত নেই ? আইন নেই ? রীতিমত যাকে বলে ইয়ে—

হেমন্ত—থাম্, থাম্। আচ্ছা দ্বিজু, তুই যে তাকে আইনের জোরে এখানে নিয়ে আসতে বলছিস—জানি যদিও আসবে না, আমিও পারব না, কিন্তু ধর যদি আসেই, রাজার মেয়ে সে—কোথায় রাখব, কি খাওয়াব তাকে বলতে পারিস। করি তো সামান্য খবরের কাগজের হকারী। ঘনারাম আগরওয়ালা কমিশন বাবদ কটা টাকাই বা দেয়।

দ্বিজেন—দেখ, যা বলছি শোন, যা একবার—গিয়েই দেখ্ না। তাছাড়া, হ্যাঁ রে তার সঙ্গে একবার দেখা করতেও তোর ইচ্ছে করে না!

হেমন্ত—এখন দেখছি, কাল তোকে কথাটা বলেই অন্যায় করেছি।

দ্বিজেন—শোন, যেতে তোকে হবেই।

হেমন্ত—কিন্তু—

দ্বিজেন—দেখ, আমাদের নতুন বই রিহার্সেলে পড়েছে—সারারাত রিহার্সেল চলবে, আমি বেরুচ্ছি, তুই আজই বের হয়ে পড় দুর্গা বলে।

হেমন্ত—দেখ, আমি বলছিলাম কি—

দ্বিজেন—কিছু বলতে হবে না—ওঠো তো মাণিক।

হেমন্ত—কিন্তু—

দ্বিজেন—কোন কিন্তু নয়। তাছাড়া তুই কেমন ম্যাস্তা-মুখো পুরুষ রে। তোর নিজের ইয়ে নয়! নে ওঠ, দুটো ডন-বৈঠক দিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়—আর এই নে—[দুটো টাকা এগিয়ে দেয় দ্বিজেন হেমন্তর দিকে]

হেমন্ত—[বিস্ময়ে] কি!

দ্বিজেন—কি আবার, টাকা! ট্রাম-বাস নয়—একেবারে সোজা ট্যাক্সিতে—

হেমন্ত—ট্যাক্সি!

দ্বিজেন—নিশ্চয়ই। শুভকাজে যাচ্ছিস, নে ওঠ!

হেমন্ত—উঠবো?

দ্বিজেন—নিশ্চয়ই।

হেমন্ত—তাহলে বলছিস. উঠবো?

দ্বিজেন—আলবৎ। উত্তিষ্ঠিত যাও—[জামাটা দড়ির আনলা থেকে এনে দেয়]—নে মাথাটা আঁচড়ে নে।

হেমন্ত—তাহলে বলছিস যেতে?

দ্বিজেন—হাঁ, নির্ঘাত যা—[এগিয়ে দেয় দরজার দিকে দ্বিজেন হেমন্তকে। হেমন্ত দাঁড়িয়ে পড়ে] কি হলো!

হেমন্ত—দাঁড়া—গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। একটা বিড়ি ধরাই—

[ছোঁ মেরে বিড়িটা হেমন্তর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের পকেট থেকে একটা তোবড়ান চারমিনাব সিগারেটের প্যাকেট বের করে তার থেকে একটা সিগারেট বের কবে দ্বিজেন হেমন্তর মুখে গুঁজে দেয়। দেশলাই দিয়ে ধরিয়ে দেয় সিগাবেটটা]

দ্বিজেন—যাও এবার জয়যাত্রায় এগোও। [হেমন্ত দরজা বরাবর গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ায়] আবার দাঁড়ালি কেন, যা!

হেমন্ত—হাঁ, যাই।

[হেমন্ত সত্যি-সত্যি শেষ পর্যন্ত বের হয়ে গেল। দ্বিজেন দু হাত তুলে প্রণাম করে, "ক্রস" করে বলে]

দ্বিজেন—মা কালী, বাবা মহাদেব, বাবা যীশু, দেখো মা-বাবারা, মুখ যেন রক্ষা হয়। [তার পরেই আপন মনে বলে ওঠে] ইঃ, দেবে না—আলবৎ দেবে, হুঁ-হুঁ বাবা, এ তো আর যা তা নয়, রীতিমত ইয়ে করা ইয়ে যাকে বলে—seven rounds—সাত পাক—সাত পাক—

॥ মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে যাবে ॥

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[রাত্রি, সানাই বাজছে, আশাবরীর সুর, বহু লোকের মিশ্র গুঞ্জন শোনা যায়। হেমপ্রভার বাড়ীর দোতলার একখানি সুসজ্জিত ঘর—ঘরের মধ্যে এক পাশে রেডিও, ড্রেসিং টেবিল। এধারে একটি পালঙ্ক। এবং হেমপ্রভা একটি আলমারির দরজা খুলে কি যেন বের করছে। পরিধানে দামী সাদা সিল্কের শাড়ী। সরু পাড়। মাথায় সিঁদুর নেই। হাতে একগাছি করে সরু রুলি। প্রৌঢ় নায়েব রাধিকাপ্রসন্নর গলা শোনা গেল।]

রাধিকা—[নেপথ্যে] ভিতরে আসবো মা ?

হেম—কে কাকা, আসুন। [রাধিকাপ্রসন্ন ঘরে এসে ঢুকল। ধুতি ও পাঞ্জাবি পরনে, পায়ে চটি, চোখে চশমা] কিছু বলবেন কাকা ?

রাধিকা—মা হেম—

হেম—বলুন !

রাধিকা—একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

হেম—দেখা করতে চায়, কে ?

রাধিকা—তা জানি না। তবে—

হেম—তবে ?

রাধিকা—লোকটাকে আমি চিনি না, দেখিওনি কখনো, কিন্তু ও নাকি দেখা করবেই। দেখা করতেই হবে ওকে—বলছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর, আর—

হেম—কি ?

রাধিকা—বলছে গোপনীয়—

হেম—গোপনীয় ?

রাধিকা—হাঁ।

হেম—হোক প্রয়োজনীয় গোপনীয়, এখন দেখা আমি করতে পারব না। চারিদিকে কাজ, তাছাড়া বর পি ড়িতে বসেছে, না-না, বলুন গিয়ে হবে না এখন দেখা।

[অন্তরাল থেকে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি শোনা যায়, সানাই বেজে চলে]

রাধিকা—বলেছিলাম মা, কিন্তু ও শুনছে না কোন কথাই, তাছাড়া একটা চিঠি দিয়েছে, এই দেখো—

হেমপ্রভা—[বিস্ময়ে] চিঠি !

রাধিকা—[চিঠিটা দিয়ে] হাঁ, এই যে—

[হেমপ্রভা ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ রাধিকাবাবুর হাত থেকে নিয়ে পড়তে শুরু করে নাতি-উচ্চ কণ্ঠে]

শ্রীচরণেষু,

অনিবার্য সর্বনাশকে যদি রোধ করতে চান তো আমার সঙ্গে দেখা করতে অমত করবেন না। ইতি—

বিশেষ পরিচিত।

পুঃ। গোপনে দেখা করতে চাই।

হেমপ্রভা—অনিবার্য সর্বনাশ ! বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ! মাথামুণ্ডু তো কিছুই বুঝতে পারছি না—

[কি যেন আপন মনেই ভাবে ক্ষণকাল হেমপ্রভা। তারপর বলে]

কোথায় সে ?

রাধিকা—পাশের ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি।

হেম—যান, এই ঘরে পাঠিয়ে দিন গিয়ে।

[রাধিকাবাবু চলে যায়। হেমপ্রভা আবার চিঠিটা পড়তে থাকে আপন মনে]

অনিবার্য সর্বনাশ—বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি—

[লছমী এসে ঘরে ঢুকল। বয়েস হয়েছে লছমীর, চুলে পাক ধরেছে, সাদা ধুতি পরনে]

লছমী—মাঈজী!

হেম—কে! ও লছমী—কি রে?

লছমী—মাঈজী, চিরকাল তোমার নিমক খেয়েছি, মিঠুয়া বিটিয়াকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি, কাজটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না মাঈজী—

হেম—[কঠিন কণ্ঠে] লছমী!

লছমী—হাঁ মাঈজী, একবার সাদী—

হেম—লছমী, তুই ঝি ঝি'র মতই থাকবি, যা।

[হেমপ্রভার কথা শেষ হল না, চোরের মত এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হেমন্ত ঘরে ঢোকে, লছমী বের হয়ে যায়। হেমন্তর মুখে সেই খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, ছেঁড়া ময়লা লংস ও বুস কোট পরনে—বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ঘরে ঢুকেই হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে বিড়িটা পায়ের নীচে ফেলে নিবিয়ে দেয়।]

হেম—কে, কে তুমি?

হেমন্ত—আ—আমি মানে হেমন্ত।

হেম—হেমন্ত!

হেমন্ত—আজ্ঞে, হেমন্ত চৌধুরী, [একটু থেমে] অনেক দিন হয়ে গেল, আপনি যে দেখলেও আজ আমাকে চিনতে পারবেন না মা, সে আমি জানতাম।

[বলতে বলতে এগিয়ে এসেই হেমপ্রভার পায়ের ধুলো নিতে যেতেই হেমপ্রভা দু-পা পিছিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বলে ওঠে]

হেম—থাক—থাক—কিন্তু আমি তোমাকে—

হেমন্ত—মা, আমি হেমন্ত—আপনার জামাই।

হেম—কি, কি বললে?

হেমন্ত—আজ্ঞে, আপনার জামাই, মানে গৌরীর—

হেম—গৌরী !

হেমন্ত—হ্যাঁ, গৌরীর husband—মানে সে আমার স্ত্রী—

হেম—[প্রচণ্ড ধমকে] থাম—স্ত্রী !

হেমন্ত—বাঃ, সে আমার স্ত্রী বৈকি, তার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে—

হেম—[গর্জে] থাম—চুপ কর। বিয়ে !

হেমন্ত—[থতমত খেয়ে] আচ্ছা—আচ্ছা। কিন্তু মনে হচ্ছে, সত্যি বোধ হয় আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না; আমি কুসুমপাড়ার রাজা গণদেব চৌধুরীর প্রপৌত্র—

হেম—[গর্জনে] রাজা গণদেব চৌধুরী ! কি চাও ?

হেমন্ত—কি চাই ! মানে—

হেম—হাঁ, কেন এসেছ এখানে ?

হেমন্ত—এসেছিলাম কেন—সে কথা আর নাই বা শুনলেন, তবে এটা ঠিক, যদি জানতাম গৌরীর আবার আপনি বিয়ে দিচ্ছেন, তবে নিশ্চয়ই আসতাম না মা।

হেম—কে তোমার মা? আমি তোমার মা নই। কি চাই তোমার বল।

হেমন্ত—আমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি ?

হেম—কি, কি বললে ?

হেমন্ত—আমার স্ত্রীর সঙ্গে—

হেম—কে তোমার স্ত্রী ? এখানে তোমার স্ত্রী কেউ নেই।

হেমন্ত—সে কি মা, গৌরী আমার স্ত্রী না বলতে চান ?

হেম—চুপ কর—গৌরী কোন কালে তোমার স্ত্রী ছিল না, আজও নয়। তাছাড়া গৌরী বলে এখানে কেউ নেই।

হেমন্ত—তা কি আর আমি জানি না—গৌরীই যে শ্রাবণী—কিন্তু আপনি তো অনেক লেখাপড়া শিখেছেন, আমার মত মূর্খ নন, আপনিই বলুন

—এ কাজটা কি ভাল হচ্ছে, হিন্দুর মেয়ে—এক স্বামী বর্তমান থাকতে—

হেম—থাম। স্বামী রাস্তার একটা ভিক্ষুক—একটা লোফার—

হেমন্ত—সে একবার বলতে, হাজারবার। তাছাড়া আপনাকেই বা বলতে হবে কেন—আমি নিজেও কি জানি না, কোথায় আমি আর কোথায় আপনার মেয়ে গৌরী মানে ঐ শ্রাবণী! সত্যিই সে কথা বলতে যাওয়া মানে—

হেম—শোন, এখান থেকে এই মুহূর্তে তোমায় চলে যেতে হবে।

হেমন্ত—চলে যাবো?

হেম—হাঁ, [একটু থেমে] কিন্তু তোমার পোশাক আর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে দুবেলা পেট ভরে তোমার ভাতও হয়ত জোটে না,—আমি তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি—

হেমন্ত—টাকা!

হেম—হাঁ হাঁ, টাকা, বল কত টাকা চাও?

হেমন্ত—না না, টাকার আমার কোন দরকার নেই।

হেম—আছে, বল কত চাও?

[ওপাশে জানালায় লছমীর মুখটা দেখা গেল। সেদিকে নজর পড়তেই চীৎকার করে ওঠে হেমপ্রভা]

হেম—লছমী! [লছমীর মুখ অন্তর্হিত হয়। হেমপ্রভা এগিয়ে গিয়ে জানালা দরজা দুই বন্ধ করে দিয়ে আসে, তারপর আবার হেমন্তর মুখোমুখি দাঁড়ায়] বল কত চাও?

হেমন্ত—আজ্ঞে—

হেম—তবে শোন একটা কথা, টাকা আমি তোমাকে দোব যা চাও, কিন্তু—

হেমন্ত—আজ্ঞে—

হেম—হাঁ, যা চাও যত টাকা চাও তোমাকে আমি দেব। দশ-বিশ-পঞ্চাশ হাজার যা চাও, কিন্তু তোমাকে একটা কাগজে লিখে দিতে হবে গৌরী তোমার কেউ নয়।

হেমন্ত—গৌরী আমার কেউ নয়!

হেম—হাঁ হাঁ, গৌরী তোমার কেউ নয়, কোন দিন কখনও তার সঙ্গে তোমার—

হেমন্ত—বুঝেছি।

হেম—এবং এ জীবনে তুমি আর আমাদের সামনে আসবে না।

হেমন্ত—বেশ তাই হবে।

হেম—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই, আর তাতে যদি না রাজী হও এখুনি ফোন করে পুলিস ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দেবো। বলবো—তুমি বাড়ীতে ঢুকে আমার আলমারি থেকে টাকা চুরি করছিলে।

হেমন্ত—না না, তার কোন দরকার নেই—দিন—দিন আপনি কাগজ আমি লিখে দিচ্ছি—

[হেমপ্রভা আলমারি খুলে একটা প্যাড ও কলম নিয়ে এসে এগিয়ে দেয়]

হেম—নাও—যা বললাম লেখ, লিখতে পার ত, না সেটুকু বিদ্যাও নেই—

[হেমন্ত কোন কথা বলে না, মৃদু হেসে কাগজটা নিয়ে খস খস করে লিখে দেয়]

হেমন্ত—দেখুন—

হেম—[কাগজটা পড়ে] ঠিক আছে।

[অতঃপর হেমপ্রভা পাশের ঘরে যায় এবং সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় ফিরে এসে]

নাও—

হেমন্ত—আমি ত একটু আগে বললামই, আমার কিছু চাই না।

[হেমপ্রভার হাতে দু গোছা একশ টাকার নোট]

হেম—নাও, দুটো বাণ্ডিলে কুড়ি হাজার আছে।

হেমন্ত—না না, ও টাকা আপনি রাখুন, তা ছাড়া দেখছেন তো আমার চেহারা আমার অবস্থা, অত টাকা আমার কাছে দেখলে পুলিস আমাকে চুরি করেছি ভেবে সোজা থানায় নিয়ে গিয়ে তুলবে।

হেম—সেই তো তোমার আসল জায়গা, এখনো যে কেন তোমাকে ছেড়ে রেখেছে!

হেমন্ত—বিশ্বাস করুন আপনি, শাশুড়ী জননীতুল্য, মিথ্যা বলব না—নেশা-ভাঙ করি কিন্তু চুরি—না—কখনো একটা কারও ফুটো পয়সা নিইনি। আমি বরং আজ যাই—

হেম—দাঁড়াও।

[টাকার বাণ্ডিল দুটো হেমন্তর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে]

তোল, তোল! নাও। এবার বের হয়ে যাও।

হেমন্ত—[টাকার বাণ্ডিল পকেটে ঢুকিয়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে]

[হঠাৎ হেমপ্রভা বাধা দেয় ওকে যেতে]

হেম—দাঁড়াও—সদর দিয়ে নয়, চল পিছন দিয়ে তোমাকে গলির মধ্যে দিয়ে বের করে দেবো। এসো আমার সঙ্গে।

[সহসা ঐ সময় লছমী এসে ঘরে ঢোকে, সামনে ওদের পথ আগলে দাঁড়ায়]

লছমী—না—

হেম—লছমী!

লছমী—নেহি মাঈজী নেহি, কখনো এ হতে দেবো না আমি—কিছুতেই ওকে আমি যেতে দেবো না, আর তুম্ [হেমন্তর দিকে ফিরে] ভেড়ুয়া বুদ্ধু—বেসরম্—লজ্জা হচ্ছে না তোমার, কটা রূপেয়ার জন্য নিজের পরিবারকে অন্যের হাতে বিক্রি করে দিয়ে যাচ্ছো? ছি ছি ছি।

হেম—[চীৎকার করে] লছমী সরে দাঁড়া, পথ ছাড় বলছি।

লছমী—কভি নেহি।

হেম—সরবি না?

লছমী—না—না—না।

॥ মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে ॥

[বাড়ীর ছাদ। সামিয়ানার নীচে বিবাহের আসর বসেছে। বরাসনে বর বসে প্রসূন। পরনে গরদের জোড়, মাথায় টোপর, গলায় মালা। পাশে পিঁড়িতে বসে শ্রাবণী বধূবেশে, লাল বেনারসী, মাথায় মুকুট, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দন-তিলক। দুই সখী তার দুই পাশে বসে—অনসূয়া প্রিয়ংবদা। স্ত্রী-পুরুষ অনেকে ভিড় করেছে, প্রসূনের দুই বন্ধু কমলেশ ও বিজয় ফিসফিস করে প্রসূনের সঙ্গে কথা বলছে।]

কমলেশ—কি রে! অমৃত আবার কর্ণকুহরে কেন, জোরেই বল না।

বিজয়—এটা publicityর যুগ, মাইকের—

প্রসূন—[উত্তেজিত কণ্ঠে] না না, সে কি, absurd—মিথ্যা!

সত্যজিৎ—মিথ্যা নয়। He is still in this house. এই বাড়ীর মধ্যেই সে এখনো আছে।

বিজয়—কি হলো, কি ব্যাপার!

[কমলেশ উঠে এসে দাঁড়িয়েছে]

সত্যজিৎ—চল চল প্রসূন, এ বিয়ে হতে পারে না।

কমলেশ—But what's the matter? After all—

বিজয়—ব্যাপারটা কি?

সত্যজিৎ—Conspiracy,—একটা জঘন্য চক্রান্ত। এ বিয়ে হতে পারে না, এ আইনত অন্যায়, ধর্মতঃ অসিদ্ধ।

[ঐ সময়ে শ্রাবণীর মামা রথীনবাবু এসে ছাদে ঢোকেন। Ex. Military মানুষ। লম্বা-চওড়া চেহারা। ধুতি-চাদর পরনে, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মুখে চুরোট।]

সত্যজিৎ—এই যে রথীনবাবু, মিঃ সান্যাল, আপনি এসেছেন। এভাবে জোচ্চোরি করবার,—একজন ভদ্রসন্তানের সঙ্গে প্রতারণা করবার কি প্রয়োজন ছিল বলতে পারেন?

রথীন—কি সব বলছেন পাগলের মত?

সত্য—পাগলের মত বলছি—you cheat!

রথীন—Shut up ভদ্রভাবে কথা না বললে বন্দুকের গুলিতে মাথা উড়িয়ে দেবো।

সত্য—ভদ্র—ভদ্রভাবে কথা বলবো এবং আপনি সেটা আমাদের কাছে আশা করেন?

রথীন—সত্যজিৎবাবু!

সত্য—চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে, আমরা পুলিসে খবর দেবো।

রথীন—And I will shoot you.

কমলেশ—আঃ, কি হচ্ছে সত্য? Whatallthis—কি আরম্ভ করলি তুই?

সত্য—তুই জানিস না কমল, এরা কি জঘন্য প্রকৃতির—বিয়ে হওয়া মেয়ে স্বামী বর্তমানে আবার বিয়ে দিচ্ছে।

বিজয়—বিয়ে হওয়া মেয়ে! কি বলছিস সত্য?

সত্যজিৎ—হাঁ হাঁ, ঐ শ্রাবণী ব্যানার্জী—ওর আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছে, she is already married, এবং সে স্বামীও বর্তমান।

কমলেশ—Married ! Husband আছে ?

সত্য—হাঁ, অনেক কাল আগেই ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, একটা উচ্ছিষ্ট মেয়েকে তুই প্রসূন—

কমলেশ—Are you mad ? সত্য তুই কি পাগল হলি ?

রথীন—সত্যবাবু, I warn you. This is extremely damaging—অত্যন্ত মানহানিকর !

সত্যজিৎ—থামুন মশাই, দেখুন গিয়ে বোন আপনার ঘরে খিল দিয়েছে, ডাকলেও সাড়া দিচ্ছেন না।

[প্রসূন উঠে এসে দাঁড়ায়, শ্রাবণীর সামনে।]

প্রসূন—শ্রাবণী !

[শ্রাবণী ফ্যালফ্যাল করে অসহায় দৃষ্টিতে তাকায় প্রসূনের দিকে। সবাই স্তব্ধ।]

প্রসূন—Why are you keeping silent ! চুপ করে আছো কেন, শ্রাবণী জবাব দাও—জবাব দাও !

[শ্রাবণী বিমূঢ়, নির্বাক]

প্রসূন—বল শ্রাবণী, বল, এসব কি শুনছি ? জবাব দাও ?

সত্য—ও আর জবাব দেবে কি প্রসূন ! জোচ্চোর—সব জোচ্চোর, ঠগ।

[হঠাৎ শ্রাবণী উঠে দাঁড়ায়, চীৎকার করে ওঠে]

শ্রাবণী—সত্যজিৎবাবু !

সত্য—হাঁ, ঠগ—জোচ্চোর—চরিত্রহীন।

[সত্যজিতের কথা শেষ হল না. শ্রাবণী হঠাৎ এক চড় বসিয়ে দেয় সত্যজিতের গালে এবং চীৎকার করে ওঠে]

শ্রাবণী—Shut up, will you ?

[থতমত খেয়ে যায় সত্যজিৎ, বুঝি মুহূর্তের জন্ত, ঐ সময় কমলেশ বলে]

কমলেশ—কিন্তু না, কথাটা যখন উঠেছে আমাদের জানতেই হবে।

বিজয়—হাঁ, না জানা পর্যন্ত, সব পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত, এ বিয়ে হতে পারে না। কোথায় হেমপ্রভা দেবী, চল আমরা হেমপ্রভা দেবীর কাছেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করি—আয় সত্য—

কমলেশ—আয় প্রসূন—Let us go.

[ওরা দরজার দিকে এগিয়ে যায়—পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে শ্রাবণী—রথীন শ্রাবণীর কাছে এসে দাঁড়ায়]

রথীন—শ্রাবণী—

শ্রাবণী—মামা !

[শ্রাবণী মামার মুখের দিকে তাকাল, তার দু-চোখে টলটল করছে জল।]

॥ মঞ্চ ঘুরে যায় ॥

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[দালান। একপাশে একটা সোফা পাতা, সামনে দোতলার সিঁড়ি—ছাতথেকে নেমে এসেছে। সামনের একটা ঘরের দরজা বন্ধ। কমলেশ, বিজয়, সত্যজিৎ, প্রসূন, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা সবাই নেমে আসে সিঁড়ি দিয়ে]

কমলেশ—কোন্ ঘরে রে সত্য ?

সত্য—এই যে ঐ ঘর, এখনো ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে।

[কমলেশ এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকে]

কমলেশ—হেমপ্রভা দেবী, দরজা খুলুন !

[কোন সাড়া নেই]

সত্য—হেমপ্রভা দেবী, দরজা খুলুন, হেমপ্রভা দেবী !

[কোন সাড়া নেই হেমপ্রভার। দরজাও খোলে না। সিঁড়িতে দেখা গেল শ্রাবণী ও রথীন সান্যালকে। রথীন নেমে আসে, কিন্তু শ্রাবণী শেষ ধাপ সিঁড়ির ওপরে রেলিং ধরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে]

কমলেশ—হেমপ্রভা দেবী, দরজা খুলুন ! হ্যাঁ রে, আছেন ত উনি ঘরে ?

সত্য—আছেন।

কমল—হেমপ্রভা দেবী !

সত্য—দরজা আর খুলবেন কোন্ লজ্জায় ! সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে। এখন বিশ্বাস হচ্ছে ত [রথীনের দিকে তাকিয়ে] সান্যাল সাহেব, আমরা মিথ্যা শুনিনি—আপনার ভাগ্নীটির আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

রথীন—[এগিয়ে গিয়ে] হেমপ্রভা দরজা খোল, হেম !

[কোন সাড়া নেই হেমপ্রভার]

বিজয়—ছি ছি, কি কেলেঙ্কারি !

কমলেশ—This is regular insult ! We must inform the police. পুলিসে খবর দাও।

সত্য—নে প্রসূন চল—যথেষ্ট হয়েছে—ছি ছি—

বিজয়—হাঁ যা বলেছিস, খুব বিয়ে রে বাবা, ভাগ্যে সত্য জানতে পেরেছিল in time—নে চল চল।

কমলেশ—যাবার আগে ওদের জবাবদিহি করতে হবে—ভেঙে ফেল সত্য দরজা। Let her come out !

[আবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকে বিজয়]

বিজয়—বেরিয়ে আসুন, হেমপ্রভা দেবী !

সত্য—জবাবদিহি করতে হবে ওঁকে, এভাবে কেন আমাদের অপমান করলেন, কি অধিকার ছিল ওঁর—ভাঙ, ভেঙে ফেল, dreak it open !

[ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল, প্রসূন এবারে বাধা দিল]

প্রসূন—আঃ কমলেশ, বিজয়—কি করছিস তোরা ? তোদেরও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ?

কমলেশ—মাথা খারাপ মানে ? উনি একজন ভদ্রমহিলা না ?

প্রসূন—কমলেশ, please ! বিজয় তোরা এখান থেকে যা ভাই।

কমলেশ—[থতমত খেয়ে] যাবো ?

প্রসূন—হাঁ, যা। যথেষ্ট হয়েছে, আর না।

বিজয়—কিন্তু—

প্রসূন—সত্য যা ভাই এখান থেকে তোরা। Please !

[অতঃপর সত্য, বিজয়, কমলেশ প্রভৃতি চলে যায়। সিঁড়ির শেষ ধাপে শ্রাবণী দাঁড়িয়ে। সোফাটার উপর মুহ্যমানের মত বসে পড়েছে তখন রথীন, দু-হাতে মুখ ঢেকে। অনসূয়া প্রিয়ংবদাও চলে যায়। প্রসূন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই শ্রাবণী ডাকে]

শ্রাবণী—চলে যাচ্ছো ?

প্রসূন—হাঁ।

শ্রাবণী—শোন প্রসূন, শোন—

[ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে প্রথমে হেমপ্রভা ও তার পশ্চাতে চোরের মত চাইতে চাইতে হেমন্ত, তার পশ্চাতে লছমী ঘর থেকে বের হয়ে আসে। প্রসূন যাবার জন্য আবার পা বাড়ায়]

শ্রাবণী—প্রসূন, শোন !

প্রসূন—[ঘুরে দাঁড়িয়ে, কণ্ঠে ঘৃণা] কি—কি শুনবো? কি আর তুমি বলবে শ্রাবণী—বলতে পার?

শ্রাবণী—প্রসূন!

প্রসূন—কিন্তু [হেমপ্রভার দিকে তাকিয়ে] হেমপ্রভা দেবী, ভদ্রসন্তান আমি, আমার সঙ্গে—মেয়ে ও মা এমন একটা প্রতারণা কেন করলেন বলতে পারেন?

[হেমপ্রভা চুপ—প্রসূন বলে চলে]

এখন মনে হচ্ছে, ইচ্ছা করে প্রতারণা করবার জন্যই—

হেম—প্রসূন!

প্রসূন—কি ইচ্ছা করছে জানেন? সোজা থানায় গিয়ে মা ও মেয়ের কীর্তি-কাহিনী সব প্রকাশ করে দিই। কিন্তু তা করতেও আমার ঘৃণা হয়, গা বমি-বমি করছে। ছি ছি—

[প্রসূন ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল। আর ঐ সময় হঠাৎ শ্রাবণী ঘুরে পড়ে যায়। লছমী ছুটে যায়, গিয়ে তুলে নেয় শ্রাবণীব মাথাটা কোলের ওপরে]

লছমী—বিটি—বিটিয়া—

হেম—রাধিকাবাবু?

লছমী—কি হলো, আমার বিটিয়ার কি হলো—রাধিকাবাবু দেখুন কী হয়েছে!

[ঐ সময় হেমন্ত এগিয়ে আসে সসংকোচে লছমীর কাছে এবং বলে]

হেমন্ত—কিছু ভয় নেই, বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

হেম—[চীৎকার করে ওঠে] না—না—ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না তুমি আমার মেয়েকে, দূর হয়ে যাও—যাও এখান থেকে—

[আর ঠিক সেই সময়ে শ্রাবণী চোখ মেলে তাকায়]

লছমী—বিটিয়া!

শ্রাবণী—লছমী—[শ্রাবণী উঠে বসার চেষ্টা করে]

লছমী—নেহি নেহি বেটী—উঠো না উঠো না।

[ঢং ঢং করে ঘড়িতে কোথাও রাত বারোটা বাজে। রথীন ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। রাধিকাবাবুও চলে যায়।]

হেম—[দাস-দাসীদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে] তোরা এখানে কি করছিস, যা—যা এখান থেকে সব—

[সবাই ওরা চলে যায়। শ্রাবণী উঠে বসেছে ততক্ষণে। হঠাৎ একবার হেমপ্রভা পরে হেমন্তর দিকে তাকায়]

হেম—তুমি—তুমি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছো ? যাও বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

হেমন্ত—যাচ্ছি আমি যাচ্ছি—[যাবার জন্য পা বাড়াতেই]

শ্রাবণী—[উঠে দাঁড়িয়ে] দাঁড়ান !

[থতমত খেয়ে হেমন্ত দাঁড়ায়, শ্রাবণী প্রশ্ন করে]

শ্রাবণী—কে, কে আপনি ?

[হেমন্ত কি জবাব দেবে ভেবে পায় না—চুপ করে থাকে]

শ্রাবণী—জবাব দিচ্ছেন না কেন ? কে আপনি—বলুন কে আপনি ?

[হেমন্ত তথাপি নীরব। এবারে শ্রাবণী মায়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে]

শ্রাবণী—এ কে মা ?

হেম—কে আবার, একটা লোফার—একটা রাস্তার ভিক্ষুক, [হেমন্তর দিকে তাকিয়ে] এখনও দাঁড়িয়ে আছো, যাও—যাও—

হেমন্ত—আ—আমি যাচ্ছি।

[আবার যাবার জন্ত পা বাড়ায়]

শ্রাবণী—দাঁড়ান। কে আপনি বলুন ?

[সামনে এসে দাঁড়ায় শ্রাবণী]

হেমন্ত—আ—আমি, মানে—

হেম—আঃ শ্রাবণী, কেন শুনছো না আমার কথা ! বলছি তো ও একটা ভিক্ষুক—লোফার, [হেমন্তর দিকে চেয়ে] যাও—যাও তুমি ।

শ্রাবণী—না উনি যাবেন না, দাঁড়ান আপনি ।

হেম—শ্রাবণী, আমি বলছি ওকে যেতে দাও ।

শ্রাবণী—না । [লছমীর দিকে চেয়ে] লছমী তুই নিশ্চয়ই জানিস, বল্ কে উনি ?

লছমী—বেটী !

হেম—লছমী, যা এখান থেকে, যা বলছি ।

[লছমী চলে গেল । এবার হেমন্ত, শ্রাবণী আর হেমপ্রভা]

শ্রাবণী—বেশ, তাহলে তোমাকেই বলতে হবে—বল কে উনি ?

হেম—শ্রাবণী, আমি বলছি ওকে যেতে দাও—ওর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই ।

শ্রাবণী—না, হয় তুমি বল নচেৎ আমিই ওর কাছ থেকে জানব কে উনি, কি ওঁর পরিচয় ?

হেমন্ত—আ—আমি যাই—

শ্রাবণী—না, আপনাকে বলতেই হবে আপনি কে, কেন এসেছেন আপনি ?

হেম—শ্রাবণী ! না, আমি কিছুতেই এ হতে দেব না । সত্যি আমি বুঝতে পারছি না এ অন্যায় জেদ কেন তোমার ?

শ্রাবণী—আমিও বুঝতে পারছি না মা, তোমারই বা এত আপত্তি কেন ? ওঁর পরিচয়টা আমি জানতে চাই, অথচ তুমি—

হেম—বেশ, আমিই সব তোমাকে বলব । ওকে যেতে দাও ।

শ্রাবণী—না ।

হেম—শ্রাবণী !

শ্রাবণী—না মা, আমার শোনবার পর উনি যাবেন, তার আগে নয়।

হেম—শ্রাবণী আমি তোর মা, আমি বলছি—

শ্রাবণী—জানি তুমি আমার মা, কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, একজন নারী হিসাবে আমার সম্মান।

হেম—শ্রাবণী !

শ্রাবণী—হাঁ হাঁ, তুমি কি বুঝতে পারছো না, সমস্ত পৃথিবীর সামনে প্রসূন আজ আমার মুখে কালি ছিটিয়ে দিয়ে গেল। কেন কেন—সে যাবে—আমি সব শুনবো, তারপর যদি বুঝি,—তুমি বল, বল সব কথা।

হেম—বেশ, চল ঘরে চল, ঘরেই তোমাকে সব আমি বলব।

শ্রাবণী—না, যা তোমার বলবার এখানেই বলো।

[লছমী এসে ঢোকে ঐ সময়]

হেম—এখানেই ?

শ্রাবণী—হাঁ। লছমী !

লছমী—বিটি !

শ্রাবণী—তুই ওঁকে নিয়ে গিয়ে বসা নীচের ঘরে লছমী ; আমি না ডাকা পর্যন্ত দেখবি যেন উনি না চলে যান। [হেমন্তকে] আপনি লছমীর সঙ্গে যান নীচের ঘরে।

লছমী—চলিয়ে বাবুজী।

[হেমন্ত একান্ত নিরুপায় যেন—লছমীর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। মেয়ে আর মা মুখোমুখি এবারে। হেমপ্রভা এবারে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে]

হেম—বোস।

শ্রাবণী—না, আমি দাঁড়িয়েই শুনবো, বল তুমি।

হেম—ব্যাপারটা না জানলেই হয়ত তোমার পক্ষে ভাল হত শ্রাবণী। কিন্তু তুমি যখন জানবেই বলে জিদ ধরেছো, সবই তোমাকে আমি জানাচ্ছি, [একটু থেমে] আজ থেকে বারো বছর আগে, তুমি তখন মাত্র আট বছরের শিশু—

শ্রাবণী—বল মা, থামলে কেন, বল বল, ঐ লোকটা কে—কেন এসেছে ও এখানে ?

হেম—শ্রাবণী, লক্ষ্মী শোন, আমি তোর মা, আমি তোকে বলছি, যা আজ অতীত, যা আজ আমরা সবাই ভুলে গেছি, তাকে বর্তমানে টেনে আনলে কারোরই মঙ্গল হবে না।

শ্রাবণী—মঙ্গল হোক অমঙ্গল হোক সব কথা আমাকে জানতেই হবে। বল কে ও ? কেন ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে তুমি দরজা আটকে ছিলে ? কেন ওদের বার বার ডাকা সত্ত্বেও তুমি বের হয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়ালে না ? কেন এত বড় অপমানকে, ওদের ঐ কুৎসিত অভিযোগকে সহ্য করে গেলে—বল, বল—

হেম—শুনতেই হবে তোমাকে ?

শ্রাবণী—হাঁ, শুনতেই হবে আমাকে, বল।

হেম—তবে শোন। যখন তোমার মাত্র আট বছর বয়স, দুগ্ধপোষ্য বালিকা মাত্র তুমি, তখন, তখন ঐ লোকটার সঙ্গে—

শ্রাবণী—বল, বল মা, থামলে কেন ? বল বল—

হেম—ঐ—ঐ যে দেওয়ালে তোমার বাবার ছবি, যে ছবিকে তুমি প্রত্যহ দেবতা-জ্ঞানে ঘুম থেকে উঠে প্রথম প্রণাম জানাও, তোমার ঐ পরম প্রিয় দেবতা বাবা, ঐ লোকটার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছিল।

শ্রাবণী—[আর্ত চীৎকার করে ওঠে] মা ! না না, মা, না—বল—বল মা এ মিথ্যা, তুমি মিথ্যা কথা বলছো—এ মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা—

[দু-হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে শ্রাবণী, আর বলতে থাকে কেবলই]

না না, মিথ্যা—মিথ্যা—এ মিথ্যা—

হেম—মিথ্যাই ত! তাছাড়া আইনত অসিদ্ধও। ঐ বয়সে সর্দাআইনে বিয়ে ক্রিমিন্যাল অফেন্স, আইনে দণ্ডনীয়—আর সেজন্যে তাদের শাস্তিও মিলেছে। [মেয়ের পিঠে হাত দিয়ে গভীর স্নেহে] তুই কিছু ভাবিস না মা, আমি—আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। আমি নিজে যাবো প্রসূনের কাছে। প্রসূনকে সব কথা খুলে বললে নিশ্চয়ই সে বুঝবে।

শ্রাবণী—[হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে] না—না।

হেম—শ্রাবণী!

শ্রাবণী—[বিহ্বলের মত] কিন্তু,—আমার মনে নেই কেন—কিছুই আমার মনে নেই কেন?

হেম—মনে থাকবে কি করে, সে-রাত্রে ঝড়-জলে ভিজে তোমার হল ম্যানিনজাইটিস; এক মাস যমেমানুষে টানাটানি করে তোমাকে যে আবার কিভাবে সুস্থ করে তুলেছিলাম তা আমিই জানি।

শ্রাবণী—তা হলে সত্যি-সত্যিই আমার বিয়ে হয়েছে, আমি স্বপ্ন দেখছি না —সত্যি-সত্যিই [বলতে বলতে এগিয়ে যায় শ্রাবণী দেওয়ালে টাঙানো তার বাপ সুপ্রকাশের ছবিটার সামনে]—বল বাবা, বল, সত্যিই তুমি ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছো, ঐ—ঐ আমার স্বামী?

হেম—কে বললে স্বামী—সে কি একটা বিয়ে নাকি! একটা আট বছরের নেহাৎ বালিকা—তাকে ধরেবেঁধে কতকগুলো আজেবাজে মন্ত্র পড়ে একটা অনুষ্ঠান করলেই সেটা সত্য হয়ে যাবে!

শ্রাবণী—তাই—তাই হবে, বাবা তোমার শ্রাবণীকে তুমি যার হাতে দিয়ে গিয়েছো তাকেই সে গ্রহণ করবে—তাই হোক, তাই হোক—

[শ্রাবণী যেন টলতে টলতে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বিস্মিত হেমপ্রভা বলে]

হেম—ও কি! কোথায় যাচ্ছ?

শ্রাবণী—ক্ষমা কর মা আমায়, আমি—আমি ওঁর কাছেই যাচ্ছি।

হেম—[বিস্ময়ে] কি—কি বললে!

শ্রাবণী—হাঁ মা, বাবা—বাবা যখন ওঁরই হাতে আমাকে মন্ত্র পড়ে সম্প্রদান—

হেম—সম্প্রদান! Are you mad? ক্ষেপে গেলে তুমি? কতকগুলো সেকেলে মান্ধাতা আমলের অর্থহীন কুসংস্কার-এর জন্যই কি তোমাকে আমি কনভেণ্টে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছি?

শ্রাবণী—সেই জন্যই তো বাবার বিধানটুকু আজ আমার মেনে নেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় আর পথ নেই।

হেম—শ্রাবণী! না না, এ তুমি কি বলছো? Come back to your senses!

শ্রাবণী—ঠিকই বলছি মা, তুমি যা বলছ তাই যদি সত্য হয় তো ওই যে আমার স্বামী—

হেম—বলতে তোর লজ্জা করছে না কথাটা? একটা গেঁয়ো অশিক্ষিত লোফার, একটা ভিক্ষুক—

শ্রাবণী—উপায় নেই মা, উপায় নেই। এ যে আমাদের যুগ-যুগান্তরের বিধি, হিন্দুশাস্ত্রের বিধি—অন্ধ হোক, খোঁড়া হোক, অশিক্ষিত হোক, ভিক্ষুক হোক—বাবা যখন তার মেয়েকে ওঁরই হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছে, তখন ওঁই আমার স্বামী, আমি ওঁর স্ত্রী।

হেম—ওরে না না, শোন—শোন—

শ্রাবণী—হাঁ মা, ওঁর কাছেই আমাকে যেতে হবে—[এগিয়ে যায় দরজার দিকে]

হেম—[ছুটে এসে দরজা আগলে] না না, আমি বেঁচে থাকতে কিছুতেই তা হতে দেবো না।

শ্রাবণী—পথ ছাড় মা, আমাকে ওঁর কাছে যেতে দাও।

হেম—না, তা হতে পারে না, কিছুতেই না।

শ্রাবণী—মা !

হেম—কোথায় যাবি তুই ? ও কি একটা মানুষ ! মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই দিতে পারবে না, হু'বেলা হুমুঠো হয়ত—

শ্রাবণী—সবার কি মাথা গোঁজবার ঠাঁই থাকে মা এই হুনিয়ায়, না সবাই হুবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে ! সর মা—

হেম—তাহলে তুই যাবিই ?

শ্রাবণী—পথ ছাড় মা ।

হেম—ওরে আমি কি তোর কেউ নই ? ওই কি তোর সব ?

শ্রাবণী—মা !

হেম—আমি যে একদিন তোকেই বুকে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলেম, এমন কি—এমন কি তোর বাপের মুখের দিকেও তাকাইনি—

শ্রাবণী—তবু—তবু আমায় আজ ওঁরই কাছে যেতে হবে মা । আমার বাবা যে ওঁর হাতেই আমায় তুলে দিয়ে গিয়েছে, কেমন করে আজ তা অস্বীকার করব মা ! কেমন করে করবো—

[হুজনে হুজনকে জড়িয়ে ধরে । পর্দা পড়ে যায়]

যবনিকা

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[রাস্তা। মধ্যরাত্রি—দূরে একটা পার্ক দেখা যাচ্ছে। পার্কের রেলিং-এর গা ঘেঁষে একটা গ্যাস-পোষ্ট। হেমন্তকে দেখা গেল বেশ দ্রুতই পিছন দিকে চাইতে চাইতে হেঁটে এসে গ্যাস-পোষ্টের নীচে দাঁড়াল]

হেমন্ত—বাবাঃ খুব বাঁচা বেঁচে গেছি···মেয়েটা যে হঠাৎ অমন serious হয়ে উঠবে—কিন্তু মেয়েটা—[হঠাৎ থেমে] উঁহু শ্রীমান হেমন্তকুমার আর এক পা নয়, সম্মুখে তোমার অতলস্পর্শী খাদ—পা পিছলিয়েছো কি অবশ্যম্ভাবী পতন ও মৃত্যু। তার চাইতে একটি সিগ্রেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া খোস মেজাজে ধূমপান করিতে করিতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া চল বৎস!

[পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে অগ্নিসংযোগ করে হেমন্ত, তারপর মৃদু হেসে আপন মনেই গান গেয়ে ওঠে]

দূর—দূর—

গান

আনমনা আনমনা
তোমার কাছে আমার বাণীর
মাল্যখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে
সত্য আমার বুঝবে কবে,
তোমার মন জানব না
আনমনা আনমনা—

[ইতিমধ্যে শ্রাবণী এসে রাস্তায় হেমন্তর সামনে দাঁড়াতেই হেমন্ত থেমে যায়]

হেমন্ত—একি আপনি !

শ্রাবণী—হাঁ আমি—আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম অথচ চলে এলেন যে—

হেমন্ত—চলে এলাম—

শ্রাবণী—আমি সব শুনেছি—

হেমন্ত—শুনেছেন ! কি শুনেছেন ?

শ্রাবণী—বাবা একদিন আপনার হাতেই আমাকে সম্প্রদান করে গিয়েছেন।

হেমন্ত—সম্প্রদান করে গিয়েছেন ! আরে দূর দূর শুনবেন না শুনবেন না ওসব কথা—মিথ্যা—একেবারে ডাহা মিথ্যা—

শ্রাবণী—না মিথ্যা নয়।

হেমন্ত—হাঁ-হাঁ মিথ্যা—মিথ্যা।

শ্রাবণী—সত্যি হোক মিথ্যা হোক আপনার সঙ্গেই আমি যাবো।

হেমন্ত—তা না-হয় যাবেন কিন্তু কোথায় যাবেন বলুন তো !

শ্রাবণী—আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন।

হেমন্ত—তাই তো বলছি, কোথায় আপনাকে আমি নিয়ে যাবো !

শ্রাবণী—কেন আপনার বাড়ীতে—আপনার ঘরে -

হেমন্ত—হা ঈশ্বর ! আমার বাড়ীতে—আমার বাড়ী কোথায় ! সে তো অনেক কাল আগেই রেসের মাঠে, বোতলে আর মাঈফেলে চৌদ্দ আনা আমার পিতৃদেব এবং বাদবাকী দু আনা এই অধম গয়া করে দিয়েছি। হাঁ রাজা গণদেব চৌধুরীর ঐ স্মৃতিটুকুই আছে—আসল দীপ নিভে গেছে। অনেক—অনেক দিন [একটু থেমে] তাছাড়া শুনুন গৌরী—থুড়ি শ্রাবণী দেবী ! বলছিলাম কি—প্রসূনবাবুর কাছেই আপনি—

শ্রাবণী—কি বললেন ?

হেমন্ত—মানে—বলছিলাম আপনাদের সাদার্ন এ্যাভিন্যুর বাড়িতেই—

শ্রাবণী—না, আপনার ঘরেই আমি যাবো।

হেমন্ত—আমার ঘরে তো যাবেন বলছেন জানেন তার মাথার উপরে টিনের চাল তাও ইন্দ্রের সহস্র চক্ষুর মত ছিদ্রে ছিদ্রে ধুলো পরিমাণ—বর্ষার বারি —হেমন্তের শিশির সে ত আছেই সেই সঙ্গে আশপাশের ড্রেনের দুর্গন্ধ—সন্ধ্যা থেকে শ্বাসরোধকারী ধোঁয়া—ব্যাটেলিয়ানের পর ব্যাটেলিয়ান ইয়া বড় বড় মশা—শুনুন ওসব মতলব ছাড়ুন, ফিরে যান আপনি। আমি কথা দিচ্ছি, প্রতিজ্ঞা করছি—জীবনে কখনও আর আপনার ছায়াও মাড়াব না। আজ যা ভুল করেছি—ঝোঁকের মাথায়—

শ্রাবণী—আপনার সব কথা শুনলাম এবারে চলুন—

হেমন্ত—তবুও যাবেন ?

শ্রাবণী—হাঁ—

হেমন্ত—দেখুন আবার বলছি ফিরে যান আপনি। এ পচা sentiment-এর কোন দাম নেই—

শ্রাবণী—Sentiment !

হেমন্ত—নিশ্চয়ই, ও খানিকটা পচা sentiment ছাড়া আর কি ! জীবনটা নাটক নভেল নয়—যে ঝোঁক আর উত্তেজনার মাথায় আপনি হুট করে আজ চলে এসেছেন—দপ্ করে যে মুহূর্তেই কাল সেটা নিভে যাবে দেখবেন—

শ্রাবণী—মিথ্যে আপনি কথা কাটাকাটি করছেন, চলুন উত্তেজনায় আমি আসিনি। ফিরে যাবো বলেও এতদূর আপনার পিছনে পিছনে হেঁটে আসিনি। চলুন ঐ যে একটা ট্যাক্সি [চেঁচিয়ে] এই ট্যাক্সি ! রোক্কে—আসুন—আপনার বাড়ী চলুন।

হেমন্ত—[হতাশভাবে] চলুন—

[উভয়ের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ ঘুরে যাবে]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[ভোর হয়ে গিয়েছে। হেমন্তদের বস্তির সেই ঘর। পরনে একটা লুঙ্গি ও গায়ে গেঞ্জি দিয়ে দ্বিজেন সারারাত নতুন বই-এর রিহার্শেল দিয়ে এসে ঘরের একটিমাত্র শয্যা তক্তপোশের উপর ঘুমুচ্ছে নাক ডাকিয়ে—হেমন্ত এসে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল]

হেমন্ত—এই [ধাক্কা দিয়ে] এই দ্বিজু ওঠ—ওঠ।

দ্বিজেন—দেখ বিরক্ত করিসনে, সারারাত no sleep not কিচ্ছু—রিহার্শেল দিতে হয়েছে—বেলা দশটার আগে উঠব না—

[পাশ ফিবে আবাব ঘুমোবার চেষ্টা করে]

হেমন্ত—এই দেখো, ওঠ—

দ্বিজেন—বললাম তো সেই দশটা—বেরুবার আগে জগার দোকান থেকে এক গ্লাস চা এনে মাথার কাছে চাপা দিয়ে রেখে যাস।

হেমন্ত—আঃ কি হচ্ছে ওঠ, উঠে চট্‌পট্ ঘরটা গুছিয়ে ফেল, বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।

দ্বিজেন—দাঁড়িয়ে থাকুক।

হেমন্ত—আহা বুঝছিস না—

দ্বিজেন—তুই বুঝলেই হবে।

হেমন্ত—আঃ দ্বিজু ওঠ ভাই লক্ষ্মী ভদ্রমহিলা বাইরে—

দ্বিজেন—[তড়াক করে উঠে বসে] ভদ্রমহিলা ছিঃ ছিঃ কে? কবে? কখন? কোথায়? নাম কি র‍্যা?

হেমন্ত—দ্বিজু শোন একেবারে সঙ্গে এসে পড়েছে।

দ্বিজেন—ইষ্টুপিড—আর তাকে মানে একজন ভদ্রমহিলাকে তুই বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে—নাঃ সাধে বলে গেছে আমাদের গিরীশচন্দ্র [কপালে হাত ছুঁইয়ে] দশ হাত কাপড়েও মেয়ে নেংটা। [উঠে পড়ে পা বাড়ায়]

হেমন্ত—কোথায় চললি ?

দ্বিজেন—ডেকে নিয়ে আসি [হঠাৎ থেমে] কিন্তু কে র‍্যা ?

হেমন্ত—আমার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়া।

দ্বিজেন—আত্মীয়া তোর কেউ এ ত্রিভুবনে আছে বলে ত জানতাম না। কি রকম আত্মীয়া—very close না too far ? মানে মামাতো, পিসতুতো, না জাঠতুতো, না পাড়াতুতো ?

হেমন্ত—দেখ দ্বিজু ইয়ার্কি করার সময় নয় এটা। আমার ঐ আত্মীয়াটি হঠাৎ দিল্লী থেকে এসে পড়েছেন—কিছুতেই শুনলেন না চলে এলেন আমার সঙ্গে।

দ্বিজেন—চলে এলেন !

হেমন্ত—হাঁ মানে—ইস্ কি হয়ে আছে ঘরটা চট্‌পট্ গুছিয়ে নে, মস্ত বড়-লোকের মেয়ে কি ভাববে বল তো—

[হেমন্ত নিজেই গোছাতে সব শুরু করে দু'হাতে চট্‌পট্। কয়েক মুহূর্ত হেমন্তর দিকে চেয়ে থেকে দ্বিজেন ডাকে]

দ্বিজেন—হেমন্তবাবু !

হেমন্ত—[মুখ তুলে] কি ?

দ্বিজেন—গিয়েছিলেন কি ?

হেমন্ত—কোথায় ?

দ্বিজেন—গতরাত্রে আপনার যেখানে গমন করিবার কথা ছিল ?

হেমন্ত—না।

দ্বিজেন—যাসনি ?

হেমন্ত—না, মানে—দেখ অনেক ভেবে দেখলাম সেখানে এই এত বছর পরে আবার যাওয়া—

[হেমন্তর কথা শেষ হল না—সে শয্যাটা তখনও গোছাচ্ছে, ওদিকে শ্রাবণী এসে ঘরে ঢুকেছে। দ্বিজেন দেখতে পায় তাকে কিন্তু হেমন্তর নজরে পড়ে না—হেমন্ত বলে চলে)

তাছাড়া সে আজ কোথায়—কত দূরে। শিক্ষায়-দীক্ষায় রূপে-গুণে ঐশ্বর্যে, বুঝলি না, কিন্তু সে ভদ্রমহিলাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি—

[ঘুরে দাঁড়াতেই—নজরে পড়ে শ্রাবণীকে। দ্বিজেন বোকার মত নিঃশব্দে হাসে]

হেমন্ত—ওঃ তুমি মানে আপনি এসে গেছেন ? এ-এই আমার বন্ধু দ্বিজেন—একজন Artist মানে একজন Actor, নাট্যশালা থিয়েটার আছে না শ্যামবাজারে সেই থিয়েটারে—

দ্বিজেন—নমস্কার।

শ্রাবণী—নমস্কার।

দ্বিজেন—তাহলে তোরা বোস হেমন্ত আমি চট করে পাঁচুর দোকান থেকে দু'ভাঁড় চা আর লেড়ো বিস্কুট নিয়ে আসি—

[দ্বিজেন দ্রুত বের হয়ে যায় ঘর থেকে। শ্রাবণী তখনও চারিদিকে অসহায় শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে]

হেমন্ত—আপনাকে যে বসতে বলবো তাও পারছি না—এই নোংরা ঘরদোর বিছানাপত্র—কোথায় যে বসতে বলবো—এ জায়গায় কি আপনারা থাকতে পারেন, না তাই কিছু সম্ভব! দেখুন তো মিথ্যা কেবল জিদ করে—

শ্রাবণী—চোখে মুখে মাথায় একটু জল দেবো—আমাকে একটু বাথরুমটা দেখিয়ে দিন না—

হেমন্ত—বাথরুম—কলতলা—মানে বারোয়ারী কলতলা—একটা আছে বটে—কিন্তু সেখানে তো আপনি যেতে পারবেন না—পিছল অন্ধকার—আপনি বরং পাশের ঘরে রান্নার জন্য বালতিতে আমাদের জল তোলা থাকে তাতেই হাতমুখটা আপনি—

শ্রাবণী—[উঠে দাঁড়িয়ে] একটা টাওয়েল একটা সাবান—আর এ শাড়ী-টাও ছাড়বো—

হেমন্ত—টাওয়েল! টাওয়েল তো—আর শাড়ী—ধুতি অবশ্য দিতে পারি কিন্তু সে এত ময়লা—

শ্রাবণী—ঠিক আছে, আমাকে একটা গামছা—

[দড়ির আলনায় গামছা একটা ঝোলানো ছিল, সেটাই টেনে এনে হেমন্ত অনেক দ্বিধার সঙ্গে যেন তুলে দেয় শ্রাবণীর হাতে। শ্রাবণী পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকে, হেমন্ত এতক্ষণে শয্যার উপর ধপ করে বসে পড়ে। কপালের ঘাম মোছে। পকেট থেকে একটা সিগ্রেট বের করে ধরায়। দ্বিজেন এসে ঘরে ঢোকে। দু'হাতে দুটো ভাঁড়—কাগজের মোড়কে বিস্কুট]

দ্বিজেন—এই ধর—ধর—পাঁচুর দোকানের চা বেশ গরম আছে—গরু দুইয়ে একেবারে টাটকা দুধ দিয়ে—কোথায় গেলেন—

হেমন্ত—কে ?

দ্বিজেন—সেই তিনি—

হেমন্ত—হাতমুখ ধুতে গেছেন—কিন্তু এসব কেন তুই আনতে গেলি বল তো—ভাঁড়ে উনি ওঁর জীবনে কখনও চা খেয়েছেন কি ? কত বড় ঘরের মেয়ে—তুই কল্পনাও করতে পারবি না দ্বিজু। আমার এই ভাঙা ঘরে এসে উনি সত্যি সত্যি উঠবেন এ কি স্বপ্নেও আমি কখনও ভাবতে পেরেছি, তাছাড়া কতটুকুই বা পরিচয়—পরিচয় নেই বললেই হয়——বহু দূরসম্পর্কে আত্মীয়া—আত্মীয়াই বা বলি কেন—সামান্য জানাশোনা—

দ্বিজেন—খাবেন না বলছিস ?

হেমন্ত—পাগল!

দ্বিজেন—তাহলে [চিন্তিত] ইউরেকা—মনে পড়েছে—আমাদের একটা

কাপ আছে—সেই যে রাস্তা থেকে নীলামওয়ালার কাছ থেকে দু'পয়সায় কিনেছিলাম—

হেমন্ত—বরং তুই এক কাজ কর দ্বিজু—

দ্বিজেন—কি ?

হেমন্ত—বড় রাস্তার মোড়ে যে হোটেল আছে সেখান থেকে কেতলিতে চা আর কাপ নিয়ে আয়।

দ্বিজেন—সত্যি তো—ঠিক বলেছিস তুই, তাই যাই—কিন্তু তুই এখানে এনে ওঁকে তুললি কেন বল তো—সত্যি কি রাজরাণীর মত চেহারা—হ্যাঁ রে বাড়ী থেকে নিশ্চয়ই রাগারাগি করে চলে এসেছেন। তাই না—

হেমন্ত—হাঁ।

দ্বিজেন—সে দেখেই বুঝেছি—কিন্তু তুই অন্যায় করেছিস এখানে এনে, ছিঃ ছিঃ কি ভাবছেন বল তো—আচ্ছা আমি যাই চট্ করে চা-টা নিয়ে আসি, [যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে] ভাল কথা তোর বোধ হয় আমাদের নতুন বইয়েতে একটা চাকরি হয়ে যাবে হেমন্ত—

হেমন্ত—সত্যি !

দ্বিজেন—হাঁ, একটা গানের রোল আছে বইটায়। কাল সরকার মশাইকে বলেছিলাম তোর কথা—বলেছেন তোকে নিয়ে যেতে আজ সন্ধ্যায়, রিহার্শালে যাবে—মাইনা ভাল একশ ত্রিশ দেবে।

হেমন্ত—বলিস কি ! সত্যি ?

দ্বিজেন—হাঁ আর আমি জানি তোর গলা শুনলে ও তোকে পছন্দ করবেই —যাই চা-টা নিয়ে আসি—

[দ্বিজেন বের হয়ে গেল। শ্রাবণী এসে ঘরে ঢোকে। শশব্যস্ত হেমন্ত উঠে দাঁড়ায়]

হেমন্ত—হাত মুখ ধুতে পারলেন ?

শ্রাবণী—হাঁ।

হেমন্ত—বসুন দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

[শ্রাবণী এগিয়ে গিয়ে খাটের উপর বসে, হেমন্ত আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল]

হেমন্ত—একটা কথা বলবো রাগ করবেন না ?

শ্রাবণী—রাগ করবো কেন ?

হেমন্ত—দেখলেন তো সব। পারবেন না আপনি এখানে এই ঘরের মধ্যে এই পরিবেশে থাকতে, কিছুতেই পারবেন না। শুনুন কতকগুলো কুসংস্কারকে অন্ধের মত অনুসরণ করার মধ্যে সত্যিকারের কোন বাহাদুরি নেই। তা ছাড়া আজকের দিনে কে ঐ সব মানে? সেদিনকার সে ব্যাপারটার একমাত্র সাক্ষী ত আমি, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি কেউ কোন দিন কিছু জানতে পারবে না।

শ্রাবণী—আপনি কি সত্যিই চান না আমি এখানে থাকি, আমি সত্যিই ফিরে যাই তাই কি আপনি চান বলুন ?

হেমন্ত—আমার কথা ছেড়ে দিন শ্রাবণীদেবী, আমার আবার চাওয়া— আমি কি একটা মানুষ—কি আছে আমার ! কিছুই নেই, বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ—এককালে এদেশে জমিদারদের অনেক অভিশাপ ছিল, আমি হচ্ছি সেই রকম এক অভিশাপ—

শ্রাবণী—আমার কথার জবাবটা এড়িয়ে যাচ্ছেন আপনি—

হেমন্ত—না এড়িয়ে যাইনি, স্বর্গকে কামনা কে না করে বলুন [একটু থেমে] আপনি থাকবেন সে তো আমার অক্ষয় স্বর্গ কিন্তু আমি যে দু-হাত পেতে নেবো—নেবার একটা অধিকার বলেও তো কথা আছে—শুনুন আমি বরং একটা ট্যাক্সি ডেকে আনি—

[দ্বিজেন এসে ঘরে ঢুকল কেতলিতে চা ও একটি কাপ নিয়ে]

দ্বিজেন—দেরি হয়ে গেল—বুঝলেন [চা ঢেলে দিতে দিতে কাপে] আমি

বুঝতেই পারিনি—পাঁচরাস্তার স্টল থেকে চা আর লেড়ো নিয়ে এসেছিলাম আপনার জন্য, ছিঃ ছিঃ—নিন—

[শ্রাবণী হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নেয় কিন্তু চুমুক দিয়েই থেমে যায়]

হেমন্ত—পারবেন না আপনি ও খেতে, বিশ্রী লাগছে তো—জানি ও আপনি রেখে দিন—

শ্রাবণী—না না—ঠিক আছে—ভাল চা তো—বেশ ভালই, গরম আছে—'

[এক চুমুকে খাবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না—আস্তে আস্তে কোনমতে খায়]

হেমন্ত—কি বলেন, নিয়ে আসি তাহলে একটা ট্যাক্সি ডেকে ?

শ্রাবণী—না—

দ্বিজেন—আমি বেরুচ্ছি ভাই একটু—মনে থাকে যেন আজ থিয়েটারে—

হেমন্ত—এই দ্বিজু, শোন শোন—

[দ্বিজেন বের হয়ে গেল। মঞ্চ ধীরে ধীরে ঘুরে যায়। হেমন্ত বের হয়ে যায়—শ্রাবণী একা বসে থাকে]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[সময় সন্ধ্যা। হেমপ্রভার শয়নকক্ষ। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে হেমপ্রভা আর সোফায় বসে রথীন সান্যাল, মুখে পাইপ]

রথীন—না না হেম, আমি তো ভাবতেই পারছি না এখনও—সুপ্রকাশের মত একজন শিক্ষিত ছেলে এমন একটা blunder করে কি করে! আর কাকামণি, কাকামণিকেও বলি তিনিই বা সুপ্রকাশের মত একটা ছেলের হাতে তোকে তুলে দিয়েছিলেন কি করে! বুঝলি হেম এই জন্য ঠিক এই জন্য জীবনেও পথই আমি মাড়ালাম না! একটা curse—মানুষের

জীবনে ওটা একটা curse [একটু থেমে] তা আর দুঃখ করে কি করবি বল! Which is alloted cannot be blotted—

হেম—দুঃখ নয় দাদা—লজ্জা, ও যে আমার নিজের মেয়ে হয়ে আমাকে এমনি করে চরম লজ্জা আর অপমানের মধ্যে ফেলে রেখে যাবে—এ আমি কোন দিন কল্পনাও করতে পারিনি।

রথীন—তা ঠিক—

হেম—তাছাড়া এটা তুই বুঝলি না আমি কি তোর খারাপটা করতে চেয়েছিলাম! ঐ যে একটা ভিক্ষুকের হাত ধরে বাড়ী থেকে বের হয়ে গেলি—ও পারবে তোকে খাওয়াতে পরাতে? হয়ত নিয়ে গিয়ে তুলবে একটা বস্তির খুপরি ঘরে। তোর একটা কস্‌মেটিকের দাম দিতে ওর সাধ্যে কুলাবে?

রথীন—Very unhealthy ব্যাপার—

হেম—কিন্তু এও তোমাকে আমি বলে রাখছি দাদা, এ ভুল ভাঙবেই—কিন্তু তখন—তখন আমি কিছুতেই দরজা খুলবো না।

রথীন—[পাইপ টানতে টানতে] Really she has done a blunder. প্রকাণ্ড ভুল করেছে। কিন্তু এতদিনতো তুই কোলকাতাতেই ছিলি না, তুই যে এসেছিস ফিরে মেয়ের আবার বিয়ে দিচ্ছিস ও জানলই বা কি করে? আর ঠিক সময়ে এসে হাজিরই বা হয়েছিল কি করে? How the devil he could come in right time? No, no, চিন্তার বিষয়—

হেম—আচ্ছা দাদা, এক কাজ করলে হয় না?

রথীন—কি বল তো?

হেম—ওদের মানে ঐ লোফারটাকে যেমন করে হোক জব্দ করতেই হবে।

রথীন—জব্দ! But how? অবিশ্যি আমাদের মিলিটারী হলে একটা charge এনে কোর্ট মার্শাল করা যেত, কিন্তু—

হেম—কেন, বাড়ীতে আমার অনধিকার প্রবেশের চার্জ এনে—

রথীন—তা অবিশ্যি আনা যায়, কিন্তু সমন যে ধরাবি তার ঠিকানাটাও তো তোর জানা দরকার, তাও তো তুই জানিস না! [একটু থেমে] আচ্ছা সুপ্রকাশ এখন কোথায়? বারো বছর আগে তোর সঙ্গে যে separation হয়ে গেল তারপর আর কোন খবরই কি তুই জানিস না?

হেম—না। আর রাখবার প্রয়োজনও বোধ করিনি, সে আমার কে? আমার জীবনের একটা দুঃস্বপ্ন, একটা অভিশাপ, নইলে আমার জীবনটা তো শেষ করে দিয়েছিলই—নিজের একমাত্র সন্তানের জীবনটাও বাপ হয়ে কখনও অমন করে নষ্ট করে দিতে পারতো চিরদিনের জন্য—

[বাইরে ঐ সময় গলা শোনা গেল। মলি একটা বিচিত্র ধরনের মেয়ে, বয়স পঁচিশ থেকে সাতাশের মধ্যে, ইতিমধ্যে দুবার ডির্ভোস করেছে, অতি আধুনিকা এবং নির্লজ্জ বেশভূষা]

মলি—[নেপথ্যে] আন্টি—[বলতে বলতে এসে ঘরে ঢুকে] এই যে আন্টি—তুমি এখানে; কালকের flight-য়ে বোম্বে থেকে কিছুতেই আসতে পারলাম না। শ্রাবণী কোথায়? I must apologise and প্রসূন—তারা কি চলে গেছে নাকি! Where they are going? হনিমুনে তারা কোথায় যাচ্ছে? মনে আছে তোমার আন্টি—প্রথমবার আমি হনিমুনে গেছিলাম—ভিনিসে, Oh! How sweet! How lovely!

রথীন—এ কে হেম?

হেম—আমার বান্ধবী মাধবীর মেয়ে, মলি—আমার জাঠতুতো ভাই মেজর রথীন সান্যাল—

মলি—[হাত বাড়িয়ে] How do you do [কিন্তু রথীন হাত বাড়ায় না] কিন্তু এরা সব কোথায়? প্রসূন শ্রাবণী—কাউকে দেখছি না—

হেম—বিয়ে হয়নি মলি।

মলি—What ?

হেম—হ্যাঁ—

মলি—But why—কেন ?

রথীন—ছোট বেলায়—শ্রাবণীর বাবা তার একবার বিয়ে দিয়েছিলেন—

হেম—হ্যাঁ, ওর আট বছর বয়সের সময়—

মলি—What—বিয়ে ! ছোটবেলায় ! রূপকথা শুনছি না তো !

[রথীন একপাশে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে টানতে মলির দিকে চেয়ে ওর কথা শুনতে থাকে ও হাবভাব দেখে]

হেম—রূপকথা নয়—সত্যি আর সেটা জানাজানি হতেই সে বাড়ী ছেড়ে—তার মানে সেই ভিক্ষুকটার সঙ্গে চলে গেছে।

মলি—ভিক্ষুক !

হেম—তাছাড়া কি—তার চাইতেও অধম, বস্তিতে থাকে—

মলি—How horrible ! [একটু থেমে] তা তোমরা একটা মিটমাট করে নিতে পারলে না ?

হেম—মিটমাট ?

মলি—Yes, you could easily arrange a divorce. লোকটাকে কিছু দিয়ে—বলছো যখন ভিক্ষুক—

রথীন—ঠিক বলেছে ও হেম, কথাটা মনে হয়নি তো আমাদের একবারও—divorce !

মলি—নিশ্চয়ই, আজকের দিনে কেন আমরা মুখ বুজে জীবনের অসামঞ্জস্যকে মেনে নেবো ! এই আমি—আণ্টি জানে তিনবার আমি divorce করেছি and trying for the 4th time. But প্রসূন, প্রসূন কি বলে ?

হেম—সেও চলে গেছে রাগ করে।

মলি—Nonsense. কিছু ভেবো না, আমি যখন এসে পড়েছি তখন সব ঠিক করে দেবো [ঘড়ি দেখে] Oh good Heavens ! সওয়া সাতটা বাজে—it's Quarter past Seven. গ্র্যাণ্ডে মরালের আমার সঙ্গে meet করবার কথা ঠিক আটটায়। আচ্ছা চলি Ta—Ta.

[ঝড়ের মত যেমন এসেছিল মলি তেমনি ঝড়ের মত বের হয়ে গেল]

রথীন—হেম !

হেম—দাদা ?

রথীন—দেখ, মলি যা বলে গেল ভাববার মত কথাটা—

[বাইরে ঐ সময় প্রসূনের গলা শোনা যায়]

প্রসূন—[নেপথ্যে] ভিতরে আসতে পারি মিসেস্ ব্যানার্জী ?

হেম—কে, প্রসূন ? এসো এসো।

[ঝকঝকে স্যুট পরিহিত প্রসূন এসে ঘরে ঢুকল]

হেম—মলির সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি ?

[হেমপ্রভার কথাটা শেষ হয় না, প্রসূনের মুখের দিকে চেয়ে থেমে যায়]

প্রসূন—I am really sorry. কাল রাত্রের ব্যাপারের জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি।

হেম—না না প্রসূন, ক্ষমা যদি কারো চাওয়া উচিত তা আমাদেরই।

প্রসূন—কাল সারাটা রাত ধরে পথে পথে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি, and I have decided—স্থির করে ফেলেছি এদেশ ছেড়ে আমি চলে যাবো।

হেম—দেশ ছেড়ে চলে যাবে !

প্রসূন—হ্যাঁ, কালকের রাতের ঐ ঘটনার পর—তাছাড়া আমার আর কি পথ আছে বলুন ! I am finished.

রথীন—No. No my boy—এত সহজে মুষড়ে পড়লে তো চলবে না।

প্রসূন—মুষড়ে নয় মিঃ সান্যাল, **I am completely broken.**

হেম—কিন্তু এ আমাদের সহ্য করে যাওয়া মুখ বুজে—আমাদের হার মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়—

[বাইরে রাধিকাবাবুর গলা শোনা গেল]

রাধিকা—[নেপথ্যে] ভেতরে আসবো মা ?

হেম—কাকাবাবু ! আসুন।

[রাধিকাবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন]

রাধিকা—মা হেমন্ত তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়—

হেম—কে—

রাধিকা—হেমন্ত।

হেম—হুঁ, তার সঙ্গে সেও নিশ্চয়ই এসেছে—বন্ধ করে দিতে বলুন—দরোয়ানকে গেট বন্ধ করে দিতে বলুন ! ঢুকতে দেবেন না কিছুতেই ঢুকতে দেবেন না।

[হেমন্ত ঘরে এসে ঢুকল—সেই বেশ সেই চেহারা]

হেমন্ত—আমি এখুনি চলে যাবো শুধু—

হেম—কেন ? কেন এসেছো এখানে আবার ?

হেমন্ত—[জামার পকেট থেকে নোটের বাণ্ডিল বের করে]
এই টাকাগুলো—

হেম—টাকা !

হেমন্ত—হ্যাঁ, এগুলো ফেরত দিতেই আমাকে আসতে হলো—

হেম—ফেরত দিতে ?

হেমন্ত—হ্যাঁ, গৌরীই যখন আমার সঙ্গে গেল এখন আপনার শর্ত অনুযায়ী এ টাকাগুলো কি আমি নিতে পারি ?

হেম—[কঠিন কণ্ঠে] নিতে পারো না বুঝি !

হেমন্ত—আজ্ঞে না।

রথীন—কিন্তু এতগুলো টাকা ও পেল কোথায়—**where you have got that money ?**

হেমন্ত—[মৃদু হেসে] চুরি করিনি।

রথীন—চুরি করনি তো অতগুলো টাকা এলো কি করে তোমার মত একটা beggar-এর কাছে ? হেম আমি বুঝতে পেরেছি সব এখন, নিশ্চয়ই টাকা চুরির মতলবেই কাল রাত্রে ও এখানে এসেছিল। তোমরা ওর ওপরে নজর রাখো আমি এখুনি পুলিসে ফোন করে দিয়ে আসি।

হেম—আঃ দাদা, থাম তুমি।

রথীন—থামবো বলিস কি হেম ! এমন একটা serious ব্যাপার ! তাছাড়া ওকে যখন clutch-এর মধ্যে পেয়েছি—

রাধিকা—আপনি এ ঘর থেকে যান তো সান্যাল মশাই !

রথীন—যাবো—এ ঘর থেকে যাবো মানে—what do you mean ?

রাধিকা—না মানে—আপনার যে drink-এর সময় হল, আসুন চলুন—

রথীন—Drink ! Oh yes—হাঁ হাঁ—এনেছো ?

রাধিকা—হ্যাঁ।

রথীন—তাহলে তাই চলো, ঠিক এ সময় পেটে একটু না পড়লে temperটা যেন ঠিক থাকে না।

রাধিকা—চলুন—

রথীন—হ্যাঁ, চল—চল।

[রাধিকা রথীনকে সঙ্গে করেই একপ্রকার ঘর থেকে বের হয়ে যায়]

হেম—তা টাকা তো ফিরিয়ে দিতে এসেছো খাওয়াবে কি মেয়েটাকে ? মুরোদ তো তোমার জানা আছে—একটা লোফার, পথের ভিক্ষুক—

হেমন্ত—ঠিকই মা পথের ভিক্ষুকই আমি এবং ভিক্ষুকরা যা খায় সেও তাই খাবে—

হেম—থামো—

হেমন্ত—আপনার সঙ্গে তর্ক করবার বিদ্যা বুদ্ধি বা দুঃসাহস কোনটাই আমার নেই, [টাকাগুলো সামনের টেবিলের পর রেখে] এই টাকা-গুলো আপনার রইলো—নিয়েই গিয়েছিলাম, একটা নোটও ওর থেকে আমি নিইনি। আপনার ভাইকে বলবেন—ভিক্ষুকের অভাব আছে ঠিকই কিন্তু ভিক্ষুক মানেই চোর নয়। [চলে যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে] আর একটা কথা—আপনার মেয়ে আসেনি বটে এবং ওখানে থাকলে আমি তাকে মাথায় করেই রাখবো কিন্তু জানি সে থাকতে পারবে না। থাকাটা সম্ভবও নয় তার, পারেন যদি তাকে আপনারা বা প্রসূনবাবুকেই বলবেন ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। [একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে] এই কাগজে আমার ঠিকানা আছে—আপনাদের সুখের সংসারে ধূমকেতুর মত হঠাৎ কাল রাত্রে এসে একটা অশান্তির ঝড় তুলে দেওয়ার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত—ক্ষমা করবেন, আচ্ছা চলি। [আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে] আর একটা কথা—যদি আইনের দিক থেকে কিছু সম্ভব হয়—বলবেন আমি সব সময়ই সেজন্য প্রস্তুত আছি জানবেন নমস্কার—

[একটানা কথাগুলো বলে হেমন্ত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। হেমপ্রভা আর প্রসূন পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলো]

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[সময় রাত্রি, বেশী নয়—রাত আটটা-নয়টা, নাট্যশালা থিয়েটারের স্টেজ—নতুন নাটকের রিহের্শাল হচ্ছে। রিহের্শাল দেওয়াচ্ছেন নাট্যশালার মালিক গদাই সামন্ত—বয়স হয়েছে সামন্তর—মোটা-সোটা চেহারা—পরনে প্যাণ্ট গেঞ্জি—কোমরে বেল্ট আর গলায় একটা ভিউ গ্লাস ঝোলানো কালো কারে বাঁধা। প্রমপ্‌টার বিধু একটু তোতলা এবং কানে কম শোনে। নতুন অভিনেতা—অর্থাৎ নতুন রিক্রুট পলাশকুমার—পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি—আর আছে দ্বিজেন। গদাই চোখে ভিউ গ্লাসটা লাগিয়ে চারপাশে একবার দেখে নিয়ে হাতে স্টপ ওয়াচ নিয়ে বলে]

গদাই—Start—action.

[পলাশ সামনে এসে এদিক ওদিক তাকায়, কোন কথা বলে না—গদাই খি চিয়ে ওঠে]

কি হলো! Why standing—start action.

শীলা—গদাইবাবু! তাহলে নায়িকা ত আমিই—

গদাই—হ্যাঁ, Second হিরোয়িন—[পলাশকে] why you are dumb? Start.

পলাশ—আমি বলছিলাম কি স্থার—

['স' উচ্চারণ করে কথা বলার অভ্যাস পলাশকুমারের]

গদাই—বলছি নয় start, এটা cinemaর যুগ—থিয়েটার হবে cinematic—বলাবলির কিছু নেই—কার্টেন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবে অন্ধকার হবে—start action.

পলাশ—বুঝলাম না স্থার—

গদাই—বিধু!

বিধু—কি—কি—স্থা—স্থার—

গদাই—ওকে আমার নতুন টেক্‌নিক্‌টা বুঝিয়ে দাও।

বিধু—কি—কি—বু—বু—বু—

গদাই—ব্যাস, আর বলো না, [দ্বিজেনের দিকে চেয়ে] দ্বিজু ওর মুখে হাত চাপা দাও। অসহ্য এ যন্ত্রণা—

বিধু—কি—কি—ব—বললেন—স্যা—স্যার—আ—আল্না—

গদাই—না ছোলার ডালনা—যত সব গেঁইয়া কালা তোতলার কারবার—থিয়েটার তুলে দেবো। দ্বিজু!

দ্বিজেন—Yes Sir—

গদাই—বিধুর হাত থেকে খাতাটা নে—তুই-ই promptingটা কর—

[বিধুর হাত থেকে খাতাটা নিয়ে নিতেই সে বলে]

বিধু—তা—তাহলে—আ—আমি—কি—ক—ক—ক

গদাই—ক—ক—ক নয় বসে যা—

বিধু—ব—ব—বসে যাবো—

গদাই—হ্যাঁ—Now—পলাশকুমার ready—

পলাশ—Yes—

গদাই—[ভিউ গ্লাস নিয়ে একবার দেখে নিয়ে স্টপ ওয়াচ দেখে] উইংসের ওধারে যাও—রেডি থাকো। বুনো—

[উইংসের পাশ থেকে বনমালী লাইট-ম্যান ঘুমুচ্ছিল সাড়া দেয়। পলাশ উইংসের ওধারে চলে যায়]

বনমালী—[নেপথ্যে] যাই—

গদাই—খাতাটা—তোর direction-এর খাতাটা নিয়ে আয়। দ্বিজু তোর খাতাটা দেখি—

[বনমালী বসে বসে বেগুনী খাচ্ছিল এবং খেতে খেতে বেগুনী হাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, বেগুনী হাতেই ঘুম ভেঙে বের হয়ে আসে এদিকে দ্বিজুও খাতাটা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। দ্বিজুর খাতাটার দিকে দেখতে দেখতে গদাই বলে]

বুনো! তোর খাতাটা দেখি—

[বনমালী হাতের বেগুনীটা ঘুমের ঘোরে এগিয়ে দেয়—না দেখে সেটাই ধরতে গিয়ে]

একি ! বলি এটা কি—

বিধু—[জিভ কেটে] বে—বে—বে-গুনী স্যার—

গদাই—[চীৎকার] Get out—

বিধু—আ—আ—মাকে—বলছেন—স্যার—

গদাই—না—আমাকে—

[গদাই হতাশ হয়ে বসে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে গদাই-এর হাতের স্টপ ওয়াচ ক্রিং ক্রিং করে বেজে ওঠে। স্টেজের পাশ থেকে পলাশ ছুটে আসে স্টেজে এবং অভিনয় শুরু করে]

পলাশ—['স' দিয়ে শুরু করে] সশাংক—সশাংক—এই যে—এসেছি আমি শয়নে—স্বপনে—শুধু তোমারে—

গদাই—[চীৎকার করে ওঠে] cut—cut—cut.

পলাশ—[থতমত খেয়ে] কি হলো Sir—

শীলা—গদাইবাবু ভুল হলো কি—

গদাই—ভুল নয় N. G. বেরিয়ে যাও—

পলাশ—বেরিয়ে যাবো—

শীলা—আমিও—

গদাই—দ্বিজু—

দ্বিজেন—স্যার—

গদাই—বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও "ভ্রষ্টা" বই হবে না।

শীলা—তবে ধুমকেতু নাটকটাই করুন না গদাইবাবু—

দ্বিজেন—সে কি স্যার—এত কষ্ট করে লিখলেন—এত খরচপত্র—তাছাড়া আপনার নতুন টেক্‌নিকে—

গদাই—কাকে নিয়ে করবো, বলি কাকে নিয়ে করবো—

দ্বিজেন—এক কাজ করুন না স্যাঁর—

গদাই—কি ?

দ্বিজেন—শীলা আর ঘনশ্যামকে নিয়ে আপনার নতুন টেকনিকে শুধু হাত পা নেড়ে যার যা খুশী আবোল-তাবোল বলে চলে যাক না—

গদাই—তারপর অডিয়ান্স—

শীলা—সে আমরা ম্যানেজ করে নেবো কি বল দ্বিজেন ?

দ্বিজেন—হ্যাঁ, ও-জন্য ভাববেন না স্যার—শীলা ত রইলই, কিছু sex আর top-less একেবারে আপটু-ডেট্ কসটিওমস্ পরিয়ে নামিয়ে দিন নায়িকাকে।

গদাই—তুই আর ঐ শীলা নায়িকা, মানে ঐ বুড়ী মন্দাকিনীকে ঐ বিগত যৌবনা ?

দ্বিজেন—তা—তার জন্য আর কি হয়েছে স্যার, দোকানে আজকাল সব পাওয়া যায়, ওসব ফরেনমেড যৌবন-টৌবন—

গদাই—[হঠাৎ] ঠিক হয়েছে !

দ্বিজেন—কি স্যার ?

গদাই—তুই, তুই ঐ পার্টটা কর দ্বিজু—

দ্বিজেন—আ—আমি ! কিন্তু আমার যে আর একটা রোল আছে—

গদাই—একেবারে সিনেমায় টেক্‌নিকে ডুয়েল রোল করবি—এই এখানে এই সেখানে, এই আছিস, এই নেই, এই কাঁদা, এই হাসা, এই এনট্রানস, এই এক্সিট—

দ্বিজেন—সে কি !

গদাই—সে কি নয়, তাই—আমার টেকনিকে সব হবে বুঝলি দ্বিজু, একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মত—

দ্বিজেন—ভূমিকম্প !

গদাই—হ্যাঁ, একটা বাত্যা, একটা ঝঞ্ঝা, একটা সাইক্লোন—সব পুরাতন যা কিছু ভেঙ্গেচুরে একেবারে তছনছ করে দেবো।

[হঠাৎ ঐ সময় পলাশের দিকে নজর পড়তেই গদাই চীৎকার করে ওঠে]

—তুমি, তুমি এখনো যাওনি, যাও, বেরিয়ে যাও।

পলাশ—[মিনতি কণ্ঠে] আর—আর একটি চান্স দিয়ে দেখুন স্যার—বরং অন্য জায়গা থেকে। সব মুখস্থ করে ফেলেছি। টপ্‌ টু বটম্‌।

[বলতে বলতে হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে বুক চাপড়ে]

পলাশ—ওফ্‌—প্রাণেশ্বরী! তুমি যদি হও আকাশের তারা—আমি জেনো তব ঘুমের স্বপন—

শীলা—আর আমি জাগরণে—

গদাই—[চীৎকার করে ওঠে] Drop—Drop—

[বলতে বলতে চেয়ারটার ওপর বসে পড়ে]

বিধু! Smelling salt, Coramine.

বিধু—নেই স্যার, দুটো শিশিই খালি—

গদাই—তবে মাথায় আমার ফুঁ দে—

[বিধু ফুঁ দিতেই আসে কিন্তু গদাই ক্ষেপে ওঠে]

বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা—

[বিধু পলাশ সবাই বের হয়ে যায়]

দ্বিজু!

দ্বিজেন—বলুন স্যার—

গদাই—এবার কি করি বল তো—

দ্বিজেন—আজ বরং নাচ-গানের রিহের্শালটা নিন—

গদাই—তাই নে—

দ্বিজেন—আমি !

গদাই—হ্যাঁ তুই conduct কর—

দ্বিজেন—পারবো স্যার—

গদাই—পারবি, আমি direct করছি আর তুই পারবি না—শুরু কর—

দ্বিজেন—আলো দিয়ে—Music দিয়ে—

গদাই—হ্যাঁ, তোর সেই লোক এসেছে ?

দ্বিজেন—হ্যাঁ।

গদাই—নে তবে তুই শুরু কর—আমি—আমার ঘরে চললাম—

[হেমন্ত গাইবে ও নাচ হবে আলো ও মিউজিক দিয়ে তারপর গদাই এসে ঢুকবে]

গদাই—দ্বিজেন !

দ্বিজেন—স্যার ! কেমন বুঝছেন—

গদাই—তুই-ই direction দে এ নাটকে—

দ্বিজেন—সে কি স্যার !

গদাই—হ্যাঁ, আর ওর নামটা যেন কি !

দ্বিজেন—হেমন্ত—

গদাই—আজ থেকে ও পার্মানেণ্ট—ওর মাহিনা ঠিক করেছিস ?

দ্বিজেন—আপনি যা বলেছিলেন—১৩০৲ টাকা—

গদাই—না, ঐ সঙ্গে আমার এলাউন্সটাও ওকে দিবি।

দ্বিজেন—সত্যি স্যার !

[শীলা এগিয়ে আসে গদাই-এর সামনে]

গদাই—হ্যাঁ, আমি চললাম—

শীলা—[গদগদ কণ্ঠে] আর আমার বুঝি মাইনে বাড়বে না—বাঃ রে—

গদাই—তোমার ?

শীলা—হ্যাঁ—

গদাই—তুমি আমার সঙ্গে যাবে—

শীলা—[গদগদ কণ্ঠে] কোথায় গদাইবাবু ?

গদাই—চিড়িয়াখানায়, এসো—

শীলা—আমি যাবো না।

গদাই—যাবে না ?

শীলা—না।

গদাই—না ?

শীলা—না।

গদাই—দ্বিজু তবে আমারই একা এক্সিট হোক।

[শক্ত করে গদাই শীলার হাত চেপে ধরে এগোয়—মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যায়]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[সময় রাত্রি। হেমন্তর বস্তির ঘর—জানালাপথে গলির গ্যাসটা দেখা যায়—ঘরের মধ্যে টিম্‌টিমে একটা বাল্ব জ্বলছে। মধ্যবর্তী ঘরের দরজাটা খোলা—সেটা মৃদু মৃদু নড়ছে আর একটা কিচ কিচ শব্দ হচ্ছে। তক্তপোশের উপর বসেছিল শ্রাবণী—সে ওই শব্দ শুনে ভয়-ভয় দৃষ্টিতে ওদিকে তাকায়। দরজা নড়ছে শব্দ হচ্ছে। আবো ভয় পায় শ্রাবণী। তক্তপোশের উপব পা তুলে বসে। সত্যই রীতিমত ভয় পেয়েছে শ্রাবণী। হঠাৎ দরজার কপাটটা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত চীৎকার করে ওঠে শ্রাবণী দু হাতে মুখ ঢেকে]

শ্রাবণী—না, না, না—

[আর ঠিক সেই মুহূর্তে প্রথমে ড্রেস-করা শাড়ী পরনে পায়ে জুতো হেমপ্রভা ও তার পশ্চাতে সাহেবী পোশাক-পরা প্রসূন এসে ঘরে ঢোকে]

হেম—শ্রাবণী !

শ্রাবণী—না, না—

হেম—কি—কি হয়েছে শ্রাবণী! এই শ্রাবণী, অমন করছিস কেন? শ্রাবণী—

শ্রাবণী—কি—কি যেন ঐ ঘর থেকে এঘরে এলো, কে—ও তুমি!

হেম—হ্যাঁ, কি হয়েছিল?

শ্রাবণী—কিছু না—

হেম—[চারিদিকে তাকিয়ে] এইখানে এনে বুঝি তুলেছে তোকে—বাঃ চমৎকার! অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে—টিনের চাল—ইঁদুর আর ছুঁচো—

শ্রাবণী—মা—

হেম—আর তুই—তুই কিনা নির্বিবাদে এখানে এসে উঠেছিস!

প্রসূন—সত্যই শ্রাবণী এখানে তুমি এখনো কি বলে পড়ে আছো—

শ্রাবণী—কে—ও তুমি—

হেম—হ্যাঁ, ও নিজেই এসেছে তোকে নিয়ে যেতে, আমি তোকে তখন বলিনি ওকে সব বুঝিয়ে বললেই বুঝবে—তাও বলতে হয়নি—নিজেই ও এসেছে। দেখ চেয়ে দেখ—একেই বলে সত্যিকারের ভালবাসা—

প্রসূন—ওসব কথা থাক মা—শ্রাবণী চল—

শ্রাবণী—কোথায়?

প্রসূন—তোমাদের বাড়ীতে—সত্যি—কেন বল ত তুমি এই দুর্ভাগ্যকে বরণ করে নেবে? তুমি হয়ত বলবে বিয়ে হয়েছিল তোমাদের কিন্তু তুমিই বলো সে বিয়ে কি একটা বিয়ে নাকি—তোমার মা ত ঠিকই বলেছেন—

শ্রাবণী—নয়—

প্রসূন—নিশ্চয়ই না, দেখ শ্রাবণী—ধর্মের ওপর শ্রদ্ধা কার নেই বল—তোমারও আছে আমারও আছে সবারই আছে—কিন্তু সেই শ্রদ্ধাটি যদি অন্ধ করে তোমাকে, তোমার সামনের স্বাভাবিক চলার পথটাকে বন্ধ করে দিতে চায় নিশ্চয়ই সেটাকে তুমি মঙ্গল বলবে না—

হেম—মঙ্গল—এর নাম মঙ্গল—বিয়ে না হয় তুই নাই করলি কিন্তু এভাবে এই চরম দৈন্য আর কুৎসিত দারিদ্র্যের, লজ্জার মধ্যে কিছুতেই তোকে আমি থাকতে দেবো না। না—না, কিছুতেই না—আয়নায় নিজের মুখটা একবার দেখবার চেষ্টা করেছিস—কটা ঘণ্টাই বা সময়—গাল চুপসে গেছে—চোখের কোলে কালি, না—না, তোকে যেতেই হবে চল—ওঠ।

[মেয়ের হাত ধরে আনে হেমপ্রভা, শ্রাবণী দুর্বল হয়ে পড়ছে ক্রমশ।]

শ্রাবণী—মা!

হেম—মা—না—না—আমি তোর মা নই, মা হলে তুই আমাকে এমন করে দুঃখ দিতে পারতিস না! চল—ওঠ।

শ্রাবণী—না মা—তা—তা হয় না (গলায় যেন সে জোর নেই শ্রাবণীর)

হেম—তা হলে আমি এখানেই আত্মহত্যা করব বলে রাখছি—শ্রাবণী তুই যদি না যাস—

প্রসূন—আর অমত কর না শ্রাবণী চল—তুমি কাল রাত্রে চলে আসার পর থেকে মা নায়নি—খায়নি—একবার চেয়ে দেখো—

হেম—ও আমার দিকে চাইবে কেন প্রসূন আমি ওঁর কে—কেউ ত নই—

প্রসূন—শ্রাবণী চল।

শ্রাবণী—কিন্তু মা সে এখন নেই—চলে গেলে—

হেম—এখনো সেই লোফারটার কথা ভুলতে পারছিস না শ্রাবণী—

প্রসূন—বেশ ত তুমি না হয় একটা চিঠি লিখে রেখে যাও।

শ্রাবণী—চিঠি—

প্রসূন—হাঁ।

শ্রাবণী—কিন্তু—

হেম—হয়েছে তো চল [হাত ধরে মেয়ের] আর কিন্তু করতে হবে না—

[কঁ্যাচ করে একটা শব্দ হয়ে আবার মধ্যবর্তী দরজার কপাট দুটো খুলে গেল, কঁ্যাচ করে একটা শব্দ শোনা যায়—শ্রাবণী হাতে মাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরে]

চল চল এখান থেকে—

[এক প্রকার জোর করেই মেয়েকে টানতে টানতে বের হয়ে যায় হেমপ্রভা এবং ওরা বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূনও ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বের হয়ে যায়। ঘরটি খালিই পরে থাকে অন্ধকারে। অন্ধকার ঘরের জানালাপথে গ্যাস পোস্টের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। জোরে হাওয়া ছাড়ে। হাওয়ায় জানালা ও মধ্যবর্তী দরজার কপাট খোলে আর বন্ধ হয় কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দে। একটি মিউজিক চলবে—ঝড় বাড়তে থাকে, বিদ্যুৎ চমকায়। হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে হেমন্ত আসে, ঘরে ঢোকে। তার চেহারায়ও পরিবর্তন হয়েছে, নতুন একটা শার্ট, পরিষ্কার ধুতি, দাড়ি কামিয়েছে]

হেমন্ত—শ্রাবণী—শ্রাবণী (ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ায়) আলোটা বুঝি নিভে গেছে—তা অবিশ্যি আমাদের ঘরের এমন হপ্তায় চার পাঁচ দিন যায়—ফিউজ হয়ে যায়। জানো একটা মস্ত বড় সুখবর আছে (কথা বলতে বলতে সুইজ টিপে দেয় হেমন্ত, খট করে শব্দ হয়, আলো জ্বলে ওঠে)।

হেমন্ত—শ্রাবণী (একটু থেমে চারিদিকে চেয়ে) কোথায় গেল শ্রাবণী—

[সাড়া নেই কারো—হাতের প্যাকেটটা তক্তপোশের ওপর রেখে পাশের ঘরে উঁকি দেয়, সেখানেও কেউ নেই। ধীরে ধীরে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়ায়। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টি শুরু হয়েছে ; তখন দ্বিজেন ভিজতে ভিজতে এসে ঢোকে]

দ্বিজেন—হেমন্ত (হেমন্ত ফিরে তাকায়) দেখছিস কি—চিচিং ফাঁক—যাই বলিস তোর—

[হেমন্ত চুপ করে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। দ্বিজেনের নজর পড়ে শয্যার ওপর প্যাকেটটা খুলে গেছে। একটি শাড়ী তার মধ্যে। দ্বিজেন আবার হেমন্তর দিকে তাকায়]

এই গর্দভ কথা বলছিস না কেন ? ভদ্রমহিলা কোথায় ?

হেমন্ত—চলে গেছে।

দ্বিজেন—চলে গেছেন ? কখন ?

হেমন্ত—তা জানি না—দ্বিজেন !

দ্বিজেন—কি ?

হেমন্ত—তোর কাছে আমি মিথ্যা কথা বলেছিলাম।

দ্বিজেন—মিথ্যা ?

হেমন্ত—হাঁ যে এসেছিল সে—

দ্বিজেন—আমি জানি।

হেমন্ত—কি জানিস ?

দ্বিজেন—সেই তোর ইয়ে—মানে কিও কি বোকার মতই—তার জন্য মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে আছিস—তোর সাহস তো কম নয়—হতভাগা ওই ইয়েকে নিয়ে তুই ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিলি—দুর—দুর—আরে ও স্বপ্ন—স্বপ্ন—

হেমন্ত—স্বপ্ন—

দ্বিজেন—নয় ত কি, ঘুমের মধ্যে একটি নিটোল নিখুঁত স্বপ্ন (একটু থেমে) তাকা আমার মুখের দিকে তাকা (হেমন্ত তাকায় তার মুখের দিকে) এবার হাস—হাস না—হাস (হেমন্তর চোখের কোণে জল চিকচিক করে মুখে হাসি)

দ্বিজেন—এই—এই তো চাই, তুই না বলতিস, হ্যাঁগা শুধু আমার সখা অশ্রু আমার কেহ নয়।

হেমন্ত—গান।

দ্বিজেন—হাঁ গান—দেখ জানালা দিয়ে চেয়ে দেখ—কেমন বৃষ্টি নেমেছে—নে গা—

[গদাই এসে ঘরে ঢুকলো। চোখেমুখে হতাশা আলুথালু বেশ]

গদাই—দ্বিজু—দ্বিজু আছো—এই যে—

দ্বিজেন—কি কি ব্যাপার গদাইবাবু !

গদাই—শীলা— শীলা বোধ হয় সুইসাইড করেছে।

দ্বিজেন—সুইসাইড—সে—সেকি !

গদাই—হ্যাঁ বোধ হয় আফিম না হয় পটাসিয়াম সায়ানাইড কিম্বা কেরোসিন বা পেট্রোল—

দ্বিজেন—পেট্রোল—

গদাই—হ্যাঁ কখনো ঘুমুচ্ছে কখনো হাসছে—কখনো কাঁদছে।

দ্বিজেন—বার্লি কিম্বা জল দিয়েছেন ?

গদাই—জল—

দ্বিজেন—হ্যাঁ জল—এক বালতি না হয় দু বালতি—

[শীলা ঐ সময় পিছন থেকে এসে প্রবেশ করে খেতে খেতে]

গদাই—দু বালতি !

দ্বিজেন—তাতে না হয় তিন—চা—চা—চা—

[শীলাকে দেখেছে দ্বিজেন ইতিমধ্যে এবং গদাইকে ইশারা করে]

দ্বিজেন—এ—এই যে শীলা—

গদাই—শীলা—

(গদাই বসে পড়ে, দ্বিজেন এসে তাকে তুলে ধরে)

দ্বিজেন—গদাইবাবু উঠুন।

গদাই—উঠবো ?

দ্বিজেন—হাঁ চলুন।

গদাই—আর—তুমি ?

দ্বিজেন—আপনি আগে যান—

[গদাই আগে আগে যায়, দ্বিজেন শীলার হাত ধরে বের হয়ে যায়। আকাশে মেঘ ডাকে, জানালাপথে বিদ্যুতের আলো, হেমন্ত জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়]

[গদাইকে নিয়ে দ্বিজেন চলে গেল। হেমন্তও ঘরের মধ্যে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে ঝড়বৃষ্টি, পশ্চাতে শ্রাবণী এসে দাঁড়ায় একটা চাদর গায়ে, হেমন্ত একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ফিরে তাকাতেই শ্রাবণীকে দেখতে পায়।]

হেমন্ত—এ কি তুমি—আপনি—

শ্রাবণী—আমি—

হেমন্ত—আবার কি নতুন অভিনয় করতে এসেছেন শ্রাবণী দেবী !

শ্রাবণী—অভিনয়—

হেমন্ত—হাঁ—তাছাড়া কি বলতে পারি, কাল রাত্রে চলে এলেন আজ আবার এক চিঠি রেখে চলে গেলেন। আবার এখন ফিরে এসেছেন—এ অভিনয় ছাড়া আর কি বলতে পারি !

শ্রাবণী—কিন্তু—আমি—

হেমন্ত—দোহাই আপনার এই গরীব ভিক্ষুককে এবারে অনুগ্রহ করে রেহাই দিন।

শ্রাবণী—শুনুন—

হেমন্ত—আর না অনেক শুনেছি। পরশু থেকে আপনার মার কথা শুনতে শুনতে আমি বধির হয়ে গিয়েছি, পাথর হয়ে গিয়েছি—আপনাদের অজস্র সময় অজস্র খেয়াল। আপনাদের কাছে যেটা একটু খেলা সেটা আমাদের কাছে মর্মান্তিক। বুঝলেন মর্মান্তিক !

(হেমন্ত আর দাঁড়ায় না, ঝড়ের মত ঘর থেকে বের হয়ে গেল ; আর শ্রাবণী দাঁড়িয়ে রইল)

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

[হেমপ্রভার বাড়ীতে শ্রাবণীর ঘর। ঘরের কোণে শয্যা ও মাথার কাছে রেডিও। একাকী প্রসূন বসে আছে একটি চেয়ারে, পরনে তার স্যুট। বসে বসে সিগ্রেট টানছে। লছমী এসে ঘরে ঢুকলো, হাতে এক কাপ চা নিয়ে।]

প্রসূন—কে—ও লছমী—শ্রাবণী ফিরেছে ?

লছমী—(চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে) না [একটু থেকে] একটা কথা বলব বাবুজী ?

প্রসূন—কি বল ?

লছমী—তুমি কেন রোজ আস ?

প্রসূন—লছমী—

লছমী—কেন ও মেয়েটাকে বিরক্ত কর—

প্রসূন—লছমী—আমি—আমি ওকে—

লছমী—জানি তুমি ওকে সাদি করতে চাও কিন্তু তুমি কি বোঝ না ও সাদি করবে না—তার জীবনে—তা ছাড়া স্বামী বেঁচে থাকতে হিন্দুর মেয়ের আবার সাদি হয় !

প্রসূন—কিন্তু আমি—

লছমী—দেখছো না তিন মাস হলো ফিরে এসেছে আবার পড়াশুনা শুরু করেছে। সে রকম ইচ্ছা থাকলে কিন্তু ও তা করত ?

[হেমপ্রভা এসে ঘরে ঢোকে, বাইরে গিয়েছিল সেই রকম পোশাক হাতে ব্যাগ —কিন্তু লছমীর নজরে পড়ে না। লছমী বলছে তখনো]

প্রসূন—কিন্তু আমি তো ওকে কোন জোর-জবরদস্তি বা পীড়াপীড়ি করিনি—

লছমী—আর কি করে জোর করা যায় বলতে পার বাবুজী ! এই যে

ছিনেজোঁকের মত তার পিছনে লেগে রয়েছ—কেন দুনিয়ায় কি আর মেয়ে নেই—

হেম—(তীক্ষ্ণকণ্ঠে) লছমী—আবার ছোট মুখে বড় কথা—তোকে না হাজার দিন বারণ করে দিয়েছি—

লছমী—বহু বরষ হয়ে গেল মাঈজী, তোমার এখানে আছি—এবারে তুমি আমায় ছুটি দেও।

হেম—তাই যা—কাল সকালে উঠেই চলে যাবি।

লছমী—কাল সকালে নয় আজই এখুনি চলে যাচ্ছি মাঈজী। কিন্তু আর কেন মাঈজী—কিন্তু আর কেন মাঈজী—এবারে ফেরো—নিজে তো কোন দিন সুখী হলে না—

হেম—লছমী (চীৎকার করে)—

লছমী—দেওতার মতন স্বামী—তাঁর সঙ্গেও ঘর করতে পারলে না—ঐ মেয়েটা—ও ত তোমারই রক্তের রক্ত—তোমারই কলিজার কলিজা —ওর সর্বনাশটা করবার জন্য কেন তুমি এমন করে ক্ষেপে উঠেছো—

[হেমপ্রভা ক্ষেপে যায়, হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে মারে]

হেম—বেরো—বেরো এখান থেকে—

লছমী—বেরিয়ে আমি যাচ্ছি কিন্তু যাবার আগে আবার বলে যাচ্ছি এত বড় অন্যায় তুমি কোর না—

হেমপ্রভা—লছমী—

লছমী—হাঁ তুমি অন্ধ তাই দেখতে পাও না ওর কপালের সিঁদুর তুমি জোর করে মুছে দিলেও—সে সিঁদুর ওর কপাল থেকে সিঁথি থেকে মুছে যায়নি কোনদিন যাবেও না।

হেম—বেরো—বেরো এখান থেকে !

লছমী—যাই কিন্তু ওকে আর জোর করে কয়েদ করে রেখো না—ওকে ওর স্বামীর কাছে যেতে দাও—মাঈজী তুমি ওকে যেতে দাও। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন—ভগবান তোমার ভাল করবেন।

হেম—Get out—I say Get out.

(লছমী দ্রুত চলে গেল ঘর থেকে। প্রসূন স্তব্ধ ; হেমপ্রভাও বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল—ধীরে ধীরে গিয়ে চেয়ারটার উপর বসে পড়ে। প্রসূন উঠে পরে)

হেম—ননসেন্স !

প্রসূন—আমি তাহলে আজ যাই—

হেম—যাবে ?

প্রসূন—হাঁ।

হেম—শ্রাবণীর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

প্রসূন—সে এখনও university থেকে ফেরেনি বোধ হয়—

হেম—বোস বোস—শোন প্রসূন, আমি একটা plan করেছি।

প্রসূন—Plan ?

হেম—হাঁ, সামনে পূজোর ছুটি, এক কাজ করো তুমি—ওকে নিয়ে দার্জিলিং চলে যাও।

প্রসূন—দার্জিলিং !

হেম—হাঁ আর দেরি নয়, ওর মনের ঐ কুসংস্কারের মোহটা যত তাড়াতাড়ি পারো দূর করে দিতে হবে।

প্রসূন—কিন্তু আমার মনে হয়—

হেম—কি ?

প্রসূন—ওদিকের ব্যাপারটা যতই আমরা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি না, কেন, একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত—

হেম—Don't worry—হাঁ বলতে তোমায় আমি ভুলে গেছি, সে ব্যবস্থাও হয়েছে।

প্রসূন—হয়েছে ?

হেম—হাঁ, দাদাকে বম্বেতে পাঠিয়ে তার কাছ থেকে—মানে ঐ হেমন্তর কাছ থেকে divorce-য়ের সম্মতি নিয়ে আসা হয়েছে।

প্রসূন—দিয়েছে সে ?

হেম—হাঁ, তাই বলছিলাম—এবারে যত তাড়াতাড়ি তুমি—

প্রসূন—আমি আজ উঠছি মা—আমি আবার কাল আসবো।

হেম—এসো চিঠিটা দেখে যাবে এসো—

[হেমপ্রভা উঠে ঘর থেকে বের হয়ে যায়—প্রসূনকে সঙ্গে নিয়ে। একটু পরে ক্লান্ত শ্রাবণী ঘরে ঢোকে। ইউনিভারসিটি থেকে ফিরছে। হাতের খাতাবই শয্যার উপর ছুঁড়ে ফেলে। শয্যার উপরেই শুয়ে আনমনে হাত বাড়িয়ে রেডিওর চাবিটা খুলে দেয়]

(রেডিও-ঘোষণা)

আকাশবাণী কলিকাতা। এবার আপনাদের প্রখ্যাত গায়ক হেমন্ত চৌধুরীর একখানা গান শোনাচ্ছি—

[সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে সোজা হয়ে শ্রাবণী রেডিওর সামনে ঝুঁকে পড়ে—গান শোনা যায়]

গান

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি
হায় বুঝি তার খবর পেলে না
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি
হায় বুঝি তার নাগাল মেলে না ॥

[শ্রাবণী উঠে দাঁড়ায়, যেন ট্রান্সের মধ্যে ; সামনে আয়না ছিল, সেটা দিয়ে নিজেকে দেখে। রেডিওতে গান চলে]

গান

প্রেমের বাদল নামল
তুমি জানো না হায় তাও কি
মেঘের ডাকে তোমার
মনের ময়ূরকে নাচাও কি
আমি সেতারের তার বেঁধেছি
আমি স্বরলোকের স্বর সেধেছি ॥

[শ্রাবণী সন্তর্পণে এদিক ওদিক চেয়ে ড্রয়ার থেকে সিঁদুরকৌটা বের করে এবং নিজের কপালে সিঁথিতে সিঁদুর এঁকে চোখ বোজে। গান চলে]

তারি তানে মনেপ্রাণে
মিলিয়ে গলা গাও কি
হায় আসরেতে বুঝি এলে না
ডাক উঠেছে বারে বারে
তুমি সাড়া দাও কি ॥

[হেমপ্রভা ঘরে এসে ঢুকে থমকে দাঁড়ায়। শ্রাবণীর দু চোখ মুদ্রিত, হাতে আয়না, সিঁদুরকৌটা—সে যেন স্বপ্নের ঘোরে দুলছে]

আজ ঝুলন দিনে দোলন লাগে
তোমায় পরানো হোল না ॥

হেম—(চিৎকার করে) শ্রাবণী !

[সে ডাকে চমকে ওঠে শ্রাবণী—হাত থেকে তার সিঁদুরের কৌটা আর আয়না পড়ে যায়। ওর স্বপ্ন ভেঙে যায়]

শ্রাবণী—মা !

হেম—ঐ সব কি কপালে কি দিয়েছো।

শ্রাবণী—মা!

হেম—সিঁদুর? Shame—Shame!

শ্রাবণী—মা—মা—

হেম—ছি ছি ছি, ঘৃণায় গা আমার শিউরে উঠছে—আজকালকার লেখা-পড়া জানা মেয়ে—তোমার এই রুচি—এই প্রকৃতি! এইজন্যই কি তোমাকে আমি সেদিন সেই বস্তি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম? দিন নেই—রাত্রি নেই—আহার নেই—নিদ্রা নেই—শুধু তোমার কিসে ভাল হয়—কিসে তুমি সুখী হবে—সুখে থাকবে—

শ্রাবণী—(ভেঙ্গে পড়ে) থামো মা থামো—অনেক তুমি আমার ভাল করবার চেষ্টা করেছো আর না, মা আর না তোমার ভাল সমস্ত বুকের মধ্যে আজ আমার বিষের মত জমাট বেঁধে শ্বাসরোধ করে আনছে—আজ আর আমি পারছি না—আর ঐ তোমাদের ভাল সহ্য করতে আমি পারছি না—এবারে তোমরা মুক্তি দাও—

হেম—না, ও সিঁদুর কপালে তোমাকে আমি রাখতে দেবো না—মুছে ফেলতেই হবে।

[এগিয়ে আসে হেমপ্রভা মুছে ফেলতে সিঁদুর]

অন্ধ কুসংস্কার পাগলামি—

শ্রাবণী—(বাঘিনীর মত রুখে) না!

হেম—শ্রাবণী?

শ্রাবণী—না, এ সিঁদুর আমি মুছতে দেবো না—এ আমার বাবার আশীর্বাদ—আমার স্বামীর দেওয়া সিঁদুর—এ আমি মুছবো না—কিছুতেই না—

(পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে হেম। ইতিমধ্যে প্রসূনও ঘরে এসে ঢুকেছিল শেষ দিকে। সেও দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মত—ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসে)

—তৃতীয় অঙ্ক—

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[সময় সন্ধ্যা। প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত চৌধুরীর কক্ষ। ছোট একটা বাড়ীর একটি ছোট ঘর। কিন্তু ঘরটি সুন্দর ছিমছাম, একধারে একটি অরগান। অর্গানের উপর তানপুরা। এক কোণে বীণাবাদিনী সরস্বতীর শ্বেতমূর্তি। অন্যদিকে একটি দেওয়ালে নারীর অয়েল পেন্টিং। আর এক কোণে একটি টেবিলের উপরে সুন্দর একটি বাড়ীর মডেল। মডেলের মধ্যে নীল আলো জ্বলছে। ঘরের একটি জানলা—জানলায় নেটের পরদা। জানলার পেলমেটে স্যানি প্লাণ্ট লতিয়ে উঠেছে একটা বোতল থেকে। হেমন্তর গায়ে একটা কিমানো, পরনে পাজামা—মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো, কিছু কিছু পেকেছে; চোখে চশমা। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে গুন গুন করে গান গাইছে]

গান

হেমন্ত— পূর্বাচলের পানে
তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই
তারি লাগি আজ বাজাই বাঁশী

(স্বরূপের প্রবেশ)

স্বরূপ—বাবু—

হেমন্ত—কি রে ?

স্বরূপ—কণ্ট্রাকটার হরিধনবাবু আয়া—

হেমন্ত—দে এই ঘরে পাঠিয়ে দে—

[স্বরূপ চলে গেল ও হরিধন দত্ত এসে ঘরে ঢুকল। হাতে একটা মোটা ফাইল ; একটি প্যান্ট ও শার্ট পরিধানে ; বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। হরিধনের একটা মুদ্রাদোষ আছে, "মনে করুন তা হলে" কথায় কথায় বলে]

হেমন্ত—এসো হরিধন—কি খবর—ওদিককার কাজ সব complete হল ?

হরিধন—মনে করুন তা হলে, ঐ কথাটাই বলতে এসেছিলাম—বাড়ী তো complete—বাড়ীর নাম শ্রাবণীও লেখা হয়ে গেছে। একদিন শুভদিন দেখে, মনে করুন তা হলে—

হেমন্ত—না—

হরিধন—আজ্ঞে !

হেমন্ত—গৃহপ্রবেশ এখন হবে না।

হরি—হবে না—মনে করুন তা হলে এত টাকা খরচা করে—

হেমন্ত—তোমাকে না বলেছিলাম হরিধন নিউ ফারনিশাস'কে খবর দিয়ে বাড়ীটাকে যেমন লিস্ট করে দিয়েছি, ফারনিশড করে ফেলতে—তার ব্যবস্থা হয়েছে কিছু ?

হরি—আজ্ঞে সে কি কথা, খবর তো দিয়েছি, মনে করুন তা হলে কি তারা—

হেমন্ত—না, কেউ এখনো আসেনি বরং তুমিই একবার মনে করে দেখ খবরটি দিয়েছো না সত্যিসত্যিই ভুলে বসে আছো যেমন মাঝে মাঝে।—

হরি—ছি ছি সার—এ কি বলছেন ! মাঝে মাঝে যে দু'একটি ব্যাপার ভুলে যাই না তা নয় কিন্তু তাই বলে অমন serious ব্যাপারটাও ভুলে যাবো ? মনে করুন তা হলে কোনদিন হয়ত নিজের নামটাও ভুলে যাবো।

হেমন্ত—সেটাও তোমার দুবার হয়েছে—

হরি—আজ্ঞে না-না—

হেমন্ত—হাঁ, একবার তোমার কোন্ এক মক্কেলকে তুমিই বলেছিলে—চেক নিয়ে তোমার নাম সই করে এসেছিলে হরিসাধন বলে—আর একবার কার ভাউচারে সই করেছিলে হরিরতন বলে—

হরি—বলেছিলাম বুঝি—হেঃ হেঃ—ওটা ঠিক ভুল নয়—

হেমন্ত—ভুল নয় ?

হরি—আজ্ঞে না—ঠাকুমা—মানে আমার ঠাকুমার কাছেই আমি মানুষ কিনা, তার আবার বড্ড ভুলো মন ছিল—কখনো আমাকে ডাকত হরিচরণ কখনো হরিধন কখনো শুধু হরি—তারই সেই ডাকটা ভুলতে পারিনি তো। তাই মনে করুন তা হলে মাঝে মাঝে দৈবাৎ—

(নেপথ্যে দ্বিজেনের গলা শোনা যায়)

দ্বিজেন—আরে তোমকো ত হাম বোলতা হ্যায় অনেক দিনকার বন্ধু হ্যায় হ্যাম লোক—তোমরা বাবু আর হামি বহুত বহুত দিনকা বন্ধু—যানে দেও।

হেমন্ত—আরে দ্বিজুর গলা না—এই স্বরূপ, ঢুকতে দে বাবুকে ঢুকতে দে—

[বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দ্বিজু হুড়মুড় করে এসে ঢোকে, বিচিত্র পোশাক পরনে, গেরুয়া লুঙ্গি পায়ে বুট জুতো একমুখ দাড়ি—মাথায় মাংকি ক্যাপ তার উপরে পাগড়ি—গায়ে পা পর্যন্ত ওভার কোট—হাতে লাঠি বোঁচকা ও একটি কমণ্ডলু—হেমন্ত-ত-অ]

দ্বিজেন—জয় শিবশঙ্কর—হর-হর মহাদেও !

হেমন্ত—(বিস্ময়ে) এ কি—কে তুমি ?

দ্বিজেন—কাহে চিনতে পারতা নেহি হ্যায়—শ্রীমৎ স্বামী ভোজানন্দ—বৎস তেরা কল্যাণ হোক—লাখ বরষ পরমায়ু হোগে—বাচকে রহো—থোড়া খানা মাংগাও তো—ভোজন কে লিয়ে—

(হেমন্ত এবারে চিনতে পারে, হরিধন ইত্যবসরে সটকায়)

হেমন্ত—দ্বিজেন হতভাগা তুই—তা তোর—

দ্বিজেন—হাঁ, ইয়ে মানে সংসার কুম্ভীপাক মে যব হাবুডুবু খাতা থা—দ্বিজেন বোলকে হামকো লোক ডাকতা—লেকেন—

[জোরে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকি দেয়]

হেমন্ত—বেটা তুমি সাধু সেজেছ !

দ্বিজেন—আরে ছোড় দে মেরে সৈঁইয়া ছোড় দে তোর পাইয়া লাগি—

হেমন্ত—এই স্বরূপ জলদি যা, একঠো নাপিত বোলা—

স্বরূপ—লাঁউ—

হেমন্ত—হাঁ লাউ নাউয়া—

স্বরূপ—লেকেন এ রাত মে কিধার মিলেগা বাবুজী !

হেমন্ত—যি ধার সি মিলে পাকাড়কে লাও, যাও তুরনত ; বেটা সাধুর নিকুচি করেছে।

দ্বিজেন—লেকেন হেমন্তবাবু হামি ত সংসার ছোড়িয়েছে—এ দাড়ি ত কামাতে পারবে না—তবতো ইয়ে সন্ন্যাসসে ভ্রষ্ট হো যাবে। হামারা পোতন হবে।

হেমন্ত—আলবৎ পারবে—একশোবার ; বেটা একের নম্বরের ভণ্ড সন্ন্যাসী হয়েছো তুমি—

দ্বিজেন—কি করি বল সাধে কি আর ইয়ে মানে অঙ্গেতে গেরুয়া ধরেছি রে !

হেমন্ত—ক্যাশ ভেঙ্গেছিলি বুঝি ?

দ্বিজেন—না !

হেমন্ত—তবে কি খুনটুন কাউকে—

দ্বিজেন—না, তবে সে এক রীতিমত হঠকারিতা বলতে পারিস—আক্কেল-সেলামী—

হেমন্ত—সে কি রে ?

দ্বিজেন—আর সে দুঃখের কথা কি বলি, কিন্তু গলা শুকিয়ে যাচ্ছে যে—

হেমন্ত—স্বরূপ—স্বরূপ—

[স্বরূপ এসে ঘরে ঢোকে]

স্বরূপ—বাবুজী !

হেমন্ত—যা জলদি—চা আর জলখাবার নিয়ে আয়—

(স্বরূপ চলে গেল)

হেমন্ত—তা তুই থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে দিলি কবে ?

দ্বিজেন—সে তো তুই চলে আসার মাস পাঁচেক বাদেই—যবসে তু গাঙ্গ কো পার ছোড় গ্যায়া এই দ্বিজুয়াকে। হামনে ভুল গিয়া অ্যাকটিং—সন্ন্যাস বন গিয়া।

হেমন্ত—কেন ?

দ্বিজেন—কেন আর কি—গদাই সামন্তর সেই "ভ্রষ্টা" বই—

হেমন্ত—"ভ্রষ্টা" বই ! কি হল তার ?

দ্বিজেন—কি তার হবে—গদাই-এর সেক্স বরদাস্ত করলো না ; একেদিন অডিয়ান্সরা গদাইকে ধরে এইসা রামপেঁদান পেঁদাল যার ফলে—

হেমন্ত—বলিস কি ?

দ্বিজেন—তাই গদাই গেল হাসপাতাল আর আমি হরিদ্বার। সেখান থেকে পাকিস্তান বর্ডার—তারপরই দেখা সাধু অবিনাশলিঙ্গম মহারাজের সঙ্গে। সাধু বললে, চল্।—আমিও বললাম এই তো মিলেছে সুযোগ—চল মন নিজ নিকেতন বৃন্দাবন—

হেমন্ত—বৃন্দাবন !

দ্বিজেন—হাঁ, তবে একা নয় ; মনে আছে তোর—সেই যে তোর সঙ্গে থিয়েটারে গান গেয়েছিল মেয়েটা—সেই মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে—

হেমন্ত—সত্যি ?

দ্বিজেন—উঃ সে যে কি বেদনা-দগ্ধ এ হৃদয়ের কথা—যখনই মনে পড়ে না ভেউ ভেউ করে বিরলে বসে অশ্রুমোচন করি, আর মনে মনে বলি তোর সেই রবি ঠাকুরের গানটা—হারে, রে, রে, রে, রে আমায় ছেড়ে দেরে, দেরে।

[হেমন্ত হো হো করে হেসে ওঠে। দ্বিজেন বলে]

হাসছিস—তুই হাসছিস—কিন্তু ইয়ে তোকে যদি দেখাতে পারতাম তো বুক চিরে দেখাতাম—করি দুঃশাসন সম নিজ বক্ষ চিরি—করি নিজ রক্ত পান—

হেমন্ত—তা হলটা কি——

দ্বিজেন—হল কি বললে—ইয়ে কর—

হেমন্ত—তা বেশ তো—

দ্বিজেন—বেশ তো ! হে মা তুইও বলছিস—বেশ যাকে-তাকে অমনি ইয়ে করলেই হল !

হেমন্ত—(মৃদু হেসে) তা যাই বলিস—মেয়েটি কিন্তু ভাল ছিল রে—

দ্বিজেন—মেয়ে—ঐ woman জাতটাকে বিশ্বাস never never, যখনই তোর কথা মনে পড়েছে—

হেমন্ত—ওসব কথা থাক দ্বিজু—

দ্বিজেন—হেমন্ত !

হেমন্ত—কি ?

দ্বিজেন—তুই তো কেউকেটা একজন—গাড়ীবাড়ী ব্যাঙ্কব্যালেন্স—তা এখনো—

হেমন্ত—আচ্ছা দ্বিজু—

দ্বিজেন—কি ?

হেমন্ত—দেখ তো—ঐ বাড়ীটা (মডেলটা দেখায়)—

দ্বিজেন—বাঃ এ যে তাজমহল রে—দেখি দেখি কি নাম—শ্রা-শ্রাবণী (গান) এক সাহেন সানে বানায়া এই মঞ্জিল—

[চেয়ে থাকে দ্বিজেন—হেমন্তও একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বাড়ীটার দিকে]

হেমন্ত—কেমন হয়েছে রে দ্বিজু ?

দ্বিজেন—ভাল।

হেমন্ত—সত্যি বলছিস ! আগাগোড়া প্ল্যানটা আমার।

দ্বিজেন—আমি চলি রে—

হেমন্ত—সে কি—এই এলি—এখ্‌খুনি কি যাবি !

দ্বিজেন—না ভাই চলি—খুঁজে বের করতেই হবে—যেমন করে হোক তাকে আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

হেমন্ত—কাকে—কাকে খুঁজে বের করতে হবে?

দ্বিজেন—বেলাকে—সে হয়ত আজও আমার জন্য চোখের জল ফেলছে। আমি বুঝতে পারিনি—বুঝতে পারিনি। চলি। তুই আজ আমার ভুল ভেঙ্গে দিলি। আমি চলি, চলি—

[ঝড়ের মত দ্বিজেন ঘর থেকে বের হয়ে যায়। হেমন্ত পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে]

[মঞ্চ ঘুরে যাবে]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

কলকাতায় হেমপ্রভার শয়নঘর। একধারে একটি টেবিল। টেবিলের ওপরে শ্রাবণীর ফটো। জানলার সামনে বাইরে তাকিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে হেমপ্রভা। অদ্ভুত স্তব্ধতা একটা থমথম করছে। হেমপ্রভার পরনে সাধারণ একটা ময়লা লালপাড় শাড়ী। মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো আর তার সিঁথিতে ও কপালে সিঁদুর—রাধিকাবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন—আরও বৃদ্ধ হয়েছেন।

রাধিকা—মা হেম!

[হেমপ্রভা ফিরে তাকায়। আরও যেন বয়স হয়েছে। মনে কপালে ও গালে ভাঁজ পড়েছে—চুল প্রায় পাকা]

হেম—কে ও কাকা? (একটু থেমে) কোন খবর পেলেন না?

রাধিকা—না। যে স্কুলে চাকরি করত সেখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে আজ প্রায় এক বছর হল চলে গেছে।

হেম—কোথায় ?

রাধিকা—তা কেউ বলতে পারল না মা—(একটু থেমে) আর একবার কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো ?

হেম—দিতে পারেন, তবে কোন লাভ হবে না। একজন সারাজীবন ধরে আর সাড়া দেয়নি—আমি জানি—সেও সাড়া দেবে না। আপনি বরং এ বাড়ী বিক্রী করে দেবার ব্যবস্থা করুন।

রাধিকা—সত্যিসত্যিই তা হলে তুমি বিক্রী করে দেবে মা ?

হেম—হাঁ, এখানে আর এক মুহূর্তও টিকতে পারছি না—যেন নিশ্বাস আমার বন্ধ হয়ে আসে।

রাধিকা—আমি তোমার কথামত আমাদের সলিসিটর মনোতোষ রায়কে বলেছিলাম—তাঁর কাছে থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন বাড়ীর ব্যাপারে।

হেম—এসেছেন ?

রাধিকা—হাঁ, নিচে তাঁকে বসিয়ে সেই কথাটাই তোমাকে আমি বলতে এসে-ছিলাম মা।

হেম—কথা বলুন না তাঁর সঙ্গে—

রাধিকা—আমার সঙ্গে যে তিনি কথা বলতে চান না।

হেম—কেন ?

রাধিকা—তা জানি না—বললেন যা বলবার তিনি তোমার সাক্ষাতে তোমার সঙ্গেই বলতে চান।

হেম—আমার সঙ্গে ?

রাধিকা—হাঁ। তুমি যাবে নীচে একবার ?

হেম—না, আপনি বরং এক কাজ করুন তাঁকে এ ঘরেই পাঠিয়ে দিন—

রাধিকা—এই ঘরে ?

হেম—হাঁ।

[রাধিকাবাবু অতঃপর যেন একটু অপ্রসন্ন হয়েই ঘর থেকে বের হয়ে যান। হেমপ্রভা আবার জানলার সামনে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। হেমপ্রভাকে মনে হয় যেন বিষাদের এক করুণ ছবি। বেহালায় অতি মৃদু একটা করুণ সুর শোনা যাবে। হেমপ্রভা একবার এগিয়ে এসে মেয়ের ফটোর সামনে দাঁড়ায়। ফটোটা হাতে করে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে। তারপর আবার ফটোটা রেখে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাইরে থেকে রাধিকার গলা শোনা গেল]

রাধিকা—(নেপথ্যে) যান, ভিতরে মা আছেন যান—

[সুপ্রকাশ এসে ঘরে ঢুকল। সুপ্রকাশকে আজ চিনবার উপায় নেই—মাথার চুল একেবারে সাদা, মাথায় একটি গান্ধীটুপি, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি—তার উপর জহর কোট, চোখে কালো কাচের চশমা—হাতে একটি কালো লাঠি]

হেম—[চকিত পদশব্দে ফিরে তাকিয়ে] কে ?

সুপ্রকাশ—[হাত তুলে শান্তস্বরে] নমস্কার।

হেম—[তীক্ষ্ণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সুপ্রকাশের মুখের দিকে। বোবা। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলে] নমস্কার !

সুপ্রকাশ—আপনিই মিসেস—

হেম—মিসেস ব্যানার্জী, আ—আপনি ?

সুপ্রকাশ—আমার নাম গণপতি ?

হেম—গ-গণপতি ?

সুপ্রকাশ—হাঁ, গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। (একটু থেমে) আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আপনার সলিসিটরের আলাপ আছে, তাঁর through-তেই আপনার এই বাড়ীটা বিক্রী করবেন শুনে—

হেম—আপনি কিনবেন ?

সুপ্রকাশ—অবশ্যি আপনি যদি বিক্রী করেন।

হেম—কিন্তু কেন, কিজন্য কিনতে চান ?

সুপ্রকাশ—মস্ত বাড়ী—একটা অনাথ ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল করবার ইচ্ছা আছে।

হেম—স্কুল!

সুপ্রকাশ—হ্যাঁ।

হেম—বাড়ীটা দেখুন আপনি তাহলে—তারপর অন্য সব কথাবার্তা না হয় হবে।

সুপ্রকাশ—দেখতে আমাকে হবে না, (অন্যমনস্কভাবে) তা ছাড়া দেখবই বা আর কি সবই তো জানি—কখানা ঘর, বারান্দা সিঁড়ি, উত্তরে বিরাট লন—

হেম—আপনি—আপনি বাড়ীটা দেখেছেন আগে মনে হচ্ছে—বেশ বাড়ীটা আপনার সুপরিচিত—

সুপ্রকাশ—পরিচিত—হ্যাঁ তা বলতে পারেন!

হেম—(সাগ্রহে) কেমন করে—কেমন করে পরিচয় হল আপনার এ বাড়ীর সঙ্গে—আপনি—আপনি তাহলে এ বাড়িতে আগেও এসেছেন?

সুপ্রকাশ—(তটস্থ হয়ে) না-না, এ বাড়ীতে আমি আসবো কি করে, আর কেনই বা আসবো?

হেম—তাই যদি না হবে তো আপনি বাড়ীর পিছনে উত্তরে লনটার কথা কি করে বললেন একটু আগে?

সুপ্রকাশ—শুনেছিলাম, মানে শুনেছিলাম—

হেম—কোথায় কার কাছে শুনেছিলেন?

সুপ্রকাশ—কেন আপনার সলিসিটরের কাছে।

হেম—(কঠিন কণ্ঠে) না।

সুপ্রকাশ—না?

হেম—হ্যাঁ, আপনি মিথ্যা কথা—হ্যাঁ, মিথ্যা কথা বলছেন আমার কাছে।

সুপ্রকাশ—মিথ্যে কথা বলেছি—কি বলছেন আপনি হেমপ্রভা দেবী?

হেম—আমি ঠিকই বলছি—আপনি এবাড়িতে শুধু আসেননি নয়—এসেছেন থেকেছেন।

সুপ্রকাশ—এসেছি থেকেছি ?

হেম—হাঁ, এ বাড়ির প্রতিটি ঘর দালান সিঁড়ি জানলা দরজা বারান্দা—প্রত্যেক কিছুর সঙ্গেই আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, আপনি সব চেনেন সব জানেন।

সুপ্রকাশ—আমি—

হেম—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—এ বাড়ী আপনাকে, যা আপনি মূল্য হিসাবে দেবেন—যদি তা এক টাকাও হয়—আপনাকে আমি বিক্রী করে দিতে সম্মত আছি।

সুপ্রকাশ—কি বলছেন আপনি হেমপ্রভা দেবী ?

হেম—এই চিঠি আমার সলিসিটরকে গিয়ে দেখালেই তিনি সব পাকা-পাকি ব্যবস্থা করে দেবেন। দাঁড়ান, আমি—

[হেমপ্রভা টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে একটি কাগজে খসখস করে কি লিখে এনে দিল কাগজটা সুপ্রকাশের হাতে, তার হাত কাঁপছে তখন]

এই নিন—

সুপ্রকাশ—কিন্তু—

হেম—(তাগিদ দেয়) নিন, ধরুন !

সুপ্রকাশ—আমি—আমি কিছু বুঝতে পারছি না হেমপ্রভা দেবী।

হেম—কিছু বুঝবার নেই, ধরুন।

সুপ্রকাশ—কিন্তু তা কি করে হবে ? মাত্র এক টাকায় এত বড়—লাখ টাকার উপর সম্পত্তি—তাছাড়া আমাদের আশ্রমের ট্রাষ্ট্রি আছে, ডাইরেক্টাররা আছেন, তাঁদের—

হেম—জানি—আমি জানি ; হবে না—তাঁদেরও আপত্তি হবে না—শুধু আপনি একটু বলে দেবেন।

সুপ্রকাশ—বলে দেবো ?

হেম—হাঁ, পারবেন না—ঐ কথাটুকু বলতে পারবেন না ! জানি আমার অপরাধের সীমা নেই, কিন্তু যত বড় অপরাধই হোক, প্রায়শ্চিত্তের অধিকার তো সবার আছে—আর সেই সুযোগটুকুও কি আমি পাবো না !

সুপ্রকাশ—আমি যাই—

হেম—না, দাঁড়াও। অপরাধ আমি করেছি সত্য, কিন্তু সাত বছর আগে তোমার মেয়ে আমার চোখ খুলে দিয়ে চলে গেছে। আর সেই থেকে এই সাত বছর ধরে আমি যে আজকের দিনটির প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।

সুপ্রকাশ—আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না !

হেম—পারনি—পারনি আমার চোখে ধুলো দিতে তুমি পারনি, উনিশ বছর আগে ঠিক এই ঘর থেকেই ঠিক ঐখানে দাঁড়িয়ে তুমি আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দিয়ে চলে গিয়েছিলে—আমার রূঢ়তায়, আমার অহঙ্কারে, আমার লজ্জাহীনতায়—সেদিন যে হেমপ্রভা অন্ধ ছিল—বিশ্বাস কর, তুমি বিশ্বাস করো সে হেমপ্রভার মৃত্যু হয়েছে—সে আর নেই—সে আর নেই।

সুপ্রকাশ—আপনি ভুল করছেন

হেম—ভুল আমি করিনি গো ভুল আমি করিনি—আজ তো আর তোমার কাছ থেকে কিছু চাইছি না। চাইবারও আমার নেই—শুধু আমায় দাও—যত খুশী যত কঠোর যত নির্মম দণ্ড দিতে চাও দাও (পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে) এই আমি তোমার পায়ের তলায় মাথা পেতে দিলাম—দাও—দাও—দাও—

[সুপ্রকাশ পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে, কোন কথা বলে না। একবার শুধু ঝুঁকে নিচু হয়ে হেমপ্রভাকে স্পর্শ করতে গিয়েও নিজেকে সংযত করে সোজা হয়ে স্থির হয়ে দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়]

বল, বল তুমি আমায় ক্ষমা করেছো, সবাই আজ আমায় ছেড়ে গেছে, সবাই ত্যাগ করেছে আজ আমায়—

[সুপ্রকাশ নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। হেমপ্রভা তখনও মাথা নীচু করে থাকে—জানতে পারে না, সে বলতে থাকে]

শুধু তুমি—তুমি আমায় ত্যাগ করো না গো—ত্যাগ করো না—বল, বল জবাব তোমাকে দিতেই হবে ; বল, বাবা যে একদিন তোমার হাতে আমায় তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন।

[ইতিমধ্যে রাধিকাবাবু কখন এসে ঘরে ঢুকে থমকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন, হেমপ্রভা মুখ তুলে, প্রবহমাণ অশ্রুধারায় তার সমস্ত মুখ ভেসে যাচ্ছে, সুপ্রকাশকে না দেখতে পেয়ে]

চলে গেলে—তুমি বলে গেলে না ? না [উঠে পড়ে টলতে টলতে কাঁদতে কাঁদতে] তোমায় আমি যেতে দেবো না—উনিশ বছর বাদে আবার যখন তুমি এসেছই—যেতে দেবো না তোমাকে আর আমি।

[ছুটে যায় হেম দরজার দিকে, রাধিকাবাবু বাধা দেন]

রাধিকা—কোথায়—কোথায় যাচ্ছ মা—শোন—শোন !

হেম—না—না, আমার তো আর দাঁড়াবার সময় নেই—সে যে এসেছিল, সে—

রাধিকা—কে এসেছিল—কার কথা বলছো ?

হেম—আপনাদের জামাই কাকাবাবু—আপনাদের জামাই—

রাধিকা—(চিৎকার করে) হেম !

হেম—কিন্তু আজ আর তাকে ফিরে যেতে দেবো না। না, না—না, ওগো শোন, দাঁড়াও, দাঁড়াও—

[ছুটে বের হয়ে যায় হেমপ্রভা ঘর থেকে, রাধিকাবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[সময় রাত্রি। একটি প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুম। ওপাশের খোলা জানলা-পথে স্টেশনের অন্য অংশের প্লাটফরম দেখা যায়। স্টেশনের আলো, টিকিটঘর, হুইলার স্টল, মানুষজন, যাত্রী-ভেণ্ডারেরা যাতায়াত করছে। ওয়েটিং রুমের মধ্যে খান দুই আরাম চেয়ার—একটি সেণ্ট্রাল গোলটেবিল, একটা বেঞ্চ। দেখা গেল মঞ্চ ঘুরে আসতেই একটি ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছে শ্রাবণী। মাথার চুল আরো পেকেছে দুপাশে। সাধারণ একটা কালোপাড় মিলের শাড়ী পরনে, মাথায় ও কপালে সিঁদুর, একপাশে একটা বেডিং ও সুটকেশ, একজন কুলি এসে ঢুকল]

কুলী—মাঈজী—

শ্রাবণী—(মুখ তুলে তাকাল) কেয়া—ট্রেনকা পাত্তা মিলা—কেতনা দেরি হ্যায় ?

কুলী—পশ্চিম যানে কো গাড়ী চার ঘণ্টা লেট হ্যায় মাঈজী—

শ্রাবণী—চার ঘণ্টা !

কুলী—হাঁ মাঈজী, আপ হিয়াই বৈঠকে আরাম করিয়ে, গাড়ী আনেসে হাম আ যায়গা।

[কুলিটা চলে গেল। জানলাপথে দেখা গেল—একটি গাড়ী ওদিককার প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল। তার সঙ্গে লোকজন যাত্রীদের গণ্ডগোল। শ্রাবণী জানলার ওদিকে গিয়ে দাঁড়ায়, পিছন ফিরে। একটি কুলির মাথায় সুটকেশ—সুটকেশে বড় বড় করে হেমন্তর বাংলা নাম লেখা—হেমন্ত চৌধুরী। হেমন্ত এসে ওয়েটিং রুমে ঢুকল—তার সঙ্গে দুটি তরুণবয়স্ক ছেলে। হেমন্তর আরও বয়েস হয়েছে—পরনে ধুতি ও শার্ট, হাত-গোটানো শার্ট—চোখে চশমা ; কথা বলতে বলতে ওরা এসে ঘরে ঢোকে। শ্রাবণী একবারের জন্য ওদের দিকে তাকিয়েই আবার জানলার ওদিকে ঘুরে দাঁড়ায়। শক্ত মুঠিতে জানলার শিক চেপে ধরে]

অবিনাশ—বসুন স্যার, কোলকাতা যাবার গাড়ী বোধ হয় আজ লেট। অরবিন্দ খবর নিতে গেছে।

[হেমন্ত একটা চেয়ারে বসে। পায়ের কাছে সুটকেশ নামিয়ে রেখে কুলিটা চলে যায়। সুটকেশের গায়ে লেখাটা স্পষ্ট পড়া যায়—"হেমন্ত চৌধুরী"]

হেমন্ত—লেট্‌ কেন গাড়ী কিছু জানা গেছে ?

অবিনাশ—না, সেইটাই ত জানতে অরবিন্দকে পাঠালাম (অরবিন্দ এসে ঢোকে) কি হল অরু ?

অরবিন্দ—প্রায় দু-ঘণ্টার ওপর লেট হবে।

অবিনাশ—কেন ?

অরবিন্দ—প্রতাপগড়ের ওদিকে কি একটা accident হয়েছে, Up ও Down সব গাড়ীই লেট—

অবিনাশ—চা এনে দেবো স্যার ?

হেমন্ত—না-না, চায়ের প্রয়োজন নেই।

অরবিন্দ—কফি ?

হেমন্ত—না।

অরবিন্দ—কিছুই খাবেন না ?

হেমন্ত—না।

অরবিন্দ—এবারে পূজোয় কোন রেকর্ড করেননি স্যার ?

হেমন্ত—না।

অরবিন্দ—করলেন না কেন স্যার, আমরা আপনার গান শোনবার জন্ত হা-পিত্যেশ করে থাকি সারাটা বছর—গতবারের গানটা তো আপনার সুপারহিট—

অবিনাশ—আবার কিন্তু আমাদের সামনের বছরের ফাংশনে আসতে হবে স্যার।

হেমন্ত—সামনের বছরে তো আমি এখানে থাকছি না ভাই।

অবিনাশ—থাকছেন না ?

হেমন্ত—না—ভারত সরকারের কালচারাল মিশনে ইউরোপে টুরে যাচ্ছি।

কিন্তু আপনারা আর অপেক্ষা করে কি করবেন—রাতও হয়ে গিয়েছে, যান ফিরে যান—

অবিনাশ—না-না, কষ্ট আবার কি, ট্রেন আসুক একেবারে তুলে দিয়ে যাবো।

হেমন্ত—কিছু দরকার নেই—মিছে কেন কষ্ট করবেন, ট্রেনটা কখন আসবে তারই ঠিক নেই, তাছাড়া মালপত্রও সঙ্গে নেই আমার কিছু, মিথ্যে আপনারা কেন কষ্ট করবেন—যান।

অরবিন্দ—যাবো?

হেমন্ত—হাঁ যান।

অবিনাশ—কিন্তু—

হেমন্ত—আপনারা যান—ট্রেন তো আসতে দেরি আছে, দেখি একটু ঘুমোতে পারি কিনা। কুলিটাকে বরং বলে যান—ট্রেন এলে যেন আমাকে খবরটা দেয়—যান—

অবিনাশ ও অরবিন্দ—তাহলে আসি স্যার, নমস্কার—

হেমন্ত—নমস্কার, আসুন।

[ওরা চলে গেল। ওয়েটিংরুমে এখন হেমন্ত আর শ্রাবণী। হেমন্তর এতক্ষণ জানলার কাছে দণ্ডায়মান শ্রাবণীর দিকে নজর পড়েনি। ওরা চলে যেতে সিগ্রেট ধরাতে গিয়ে পিছনে হঠাৎ নজর পড়লো, আর ঠিক সেই সময় শ্রাবণীও ফিরে তাকায়। দুজনে চোখাচোখি হয়, দুজনেই স্তব্ধ, হেমন্ত সিগ্রেট ধরাতেও ভুলে যায়। পরস্পর পরস্পরের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে। একটা ট্রেনের হুইসেল ও শানটিংয়ের শব্দ হয়]

হেমন্ত—(মৃদু আত্মগদগদ কণ্ঠে) শ্রাবণী দেবী, তুমি—আপনি—কি আশ্চর্য—[শ্রাবণী ধীরে দু-পা এগিয়ে আসে] আপনি এই ওয়েটিংরুমের মধ্যে আছেন দেখতেই পাইনি—

শ্রাবণী—আমি কিন্তু—(শান্তকণ্ঠে) আপনার গলা শুনেই ফিরে তাকিয়ে আপনাকে চিনেছিলাম।

হেমন্ত—চিনেছিলেন !

শ্রাবণী—চিনেছিলাম, তাছাড়া আপনাকে আজ কারো কি চিনতে কষ্ট হবার কথা ?

হেমন্ত—বাঃ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। [শ্রাবণী কিন্তু অনুরোধ সত্ত্বেও বসে না, দাঁড়িয়েই থাকে—হেমন্ত বলে] It's an age—একটা যুগ—

শ্রাবণী—(চমকে) য়্যাঁ, কিছু বলছেন ?

হেমন্ত—বলছিলাম একটা যুগ, দীর্ঘ উনিশ বছর—

শ্রাবণী—আমাকে আপনি চিনতে পেরেছেন তো তবু—

হেমন্ত—(মৃদু হেসে) সত্যি আবার কোনদিন দেখা হবে আর এমনি একটা বিচিত্র জায়গায়—একটা জংশন স্টেশনের ওয়েটিংরুমে—

[হঠাৎ হেমন্তর নজরে পড়ে শ্রাবণীর চোখে জল—হেমন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে]

কি হল, আপনার চোখে জল ?

শ্রাবণী—ও কিছু না [চোখ মুছতে মুছতে] বোধ হয় কয়লা পড়ল।

হেমন্ত—কয়লা ? একটু জল দিয়ে চোখটা ধুয়ে ফেলতে পারলে হতো—এই যে আমার ফ্লাস্কে জল আছে (এগিয়ে আসে হেমন্ত ফ্লাস্কটা নিয়ে)

শ্রাবণী—না-না, আপনি ব্যস্ত হবেন না, ও চলে গেছে—

হেমন্ত—ঠিক বলছেন তো ?

শ্রাবণী—সত্যি।

হেমন্ত—দেখবেন চোখে কয়লা পড়লে বড় কষ্ট দেয়, না বের হয়ে যাওয়া পর্যন্ত—

শ্রাবণী—আপনি এখানে এসেছিলেন বুঝি কোন ফাংশানে ?

হেমন্ত—হাঁ, আর বলেন কেন ?—ছাড়ে না জোর করে ধরে নিয়ে আসে।

শ্রাবণী—কিন্তু আপনাকে এত রোগা-রোগা লাগছে কেন? যত্ন নেবার বুঝি কেউ নেই? (হেমন্ত মৃদু হাসে) হাসছেন যে, আপনার স্ত্রী?

হেমন্ত—স্ত্রী?

[হেমন্তর কথা শেষ হয় না, হেমন্তর এক বাল্যবন্ধু এসে ঘরে ঢোকে; যোগেশ টোব্যাকো কোম্পানির এজেণ্ট, স্যুট পরনে, মুখে পাইপ; ঘরে ঢুকে হেমন্তর দিকে চেয়েই—]

যোগেশ—চেনা-চেনা বলে যেন মনে হচ্ছে মশাইকে!

হেমন্ত—আমারও তাই মনে হচ্ছে—

যোগেশ—If I am not wrong, আপনি হেমন্ত চৌধুরী—

হেমন্ত—আপনি যোগেশ দত্ত—

যোগেশ—Of course I am, what a surprise! হেমন্ত তাহলে সত্যি-সত্যিই তুই [যোগেশ হেমন্তকে বুকে জড়িয়ে]

হেমন্ত—সত্যি, এক যুগ পরে—

যোগেশ—তারপর কি করছিস বল্?

হেমন্ত—এই একটু-আধটু গানটান—

যোগেশ—তিষ্ঠ—তিষ্ঠ—তা হলে you—you are that famous সঙ্গীত-শিল্পী মধুকণ্ঠ গায়ক হেমন্ত চৌধুরী—

হেমন্ত—Famous না ছাই!

যোগেশ—Famous নোস মানে—সারা দুনিয়া তো তোর গানে পাগল। আর দুনিয়ার দোষ দিই কেন? বুড়ো বয়সে গিন্নীরও আমার—

হেমন্ত—তাই বুঝি?

যোগেশ—আর বলিস কেন, বাথরুমে স্নান করছেন—রাঁধছেন—সেলাই করছেন—পরিবেশন করছেন আর তোর গান গুন-গুন-গুন—

হেমন্ত—থাক থাক। তা তোর খবর কি বল্—তুই কি করছিস?

যোগেশ—আমার সেই ভদ্রলোকের এক কথা—

হেমন্ত—এক কথা !

যোগেশ—হাঁ, আজও সেই যা ছিলাম তাই—H. M. V. S.—

হেমন্ত—সেটা আবার কি ?

যোগেশ—পিতৃ-পিতামহের কিঞ্চিৎ ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স থাকলে যা হয়—অনারারী মেম্বর অব দি ভ্যাগাবণ্ড সোসাইটি—[হেমন্ত হেসে ওঠে আর ওই সময় গাড়ীর ঘণ্টা বেজে ওঠে] তা হাঁ রে [শ্রাবণীকে দেখিয়ে] উনি—(হেমন্ত রীতিমত বিব্রত, কি বলবে বুঝে পায় না। যোগেশ আবার বলে) কী রে—স্পিক্‌টি-নট যে, তিনিই তো !

হেমন্ত—হাঁ, আমার—আমার স্ত্রী।

যোগেশ—গর্দভ ! এতক্ষণ পরিচয় করিয়ে দিতে কি হয়েছিল [শ্রাবণীর দিকে চেয়ে হাত তুলে] নমস্কার বৌদি, অধীনের নাম তো শুনলেন. [হেমন্তর দিকে চেয়ে] তা এদিকে কর্তা-গিন্নিতে কোথাও বেড়াতে বের হয়েছিস বুঝি ?

হেমন্ত—হাঁ, মানে—

যোগেশ—আছিস ভাল, আর আমার তিনিকে বেরুবার কথা বললেই বলবেন সংসার কাকে দিয়ে যাই ! তা অবিশ্যি মিথ্যে নয়—সাত-সাতটি—[হেমন্ত হাসতে থাকে, শ্রাবণীও হাসে] এবার গিন্নির মতি হয়েছে বলেছেন ফ্যামিলি কনট্রোলটি করাবেন—হাসছিস—তা, হাসবি বৈকি, তা তোদের বুঝি—

হেমন্ত—(মৃদু হেসে) না।

যোগেশ—বেঁচে গেছিস—

[ঐ সময় যোগেশের কুলি এসে ঢুকলো]

কুলী—চলিয়ে বাবুজী, কলকাতাকা ডাকগাড়ী আ গিয়া—

যোগেশ—আ গিয়া ! চল্ চল্—শিগগির চল্ তবে ; চলি ভাই—চলি বৌদি, (যেতে যেতে দাঁড়িয়ে) আসিস না একবার বৌদিকে নিয়ে—আমার

আস্তানায় ডিব্রুগড়ে বেড়াতে, কোথায়ও না বেরুতে চাইলে কি হবে রাঁধে ভাল, ফার্স্ট ক্লাস মুর্গির রোস্ট করে, আসিস কেমন, চলি বৌদি নমস্কার—

[যোগেশ চলে গেল কুলির সঙ্গে, জানলাপথে দেখা গেল ট্রেন এসে ঢুকলো। হেমন্তর কুলি এবারে এসে ঢুকলো। হেমন্তর কথা শুনে কুলি স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে বের হয়ে যায়। হেমন্ত পা বাড়ায় কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ায়, একটু যেন ইতস্তত করে, তারপর বলে]

হেমন্ত—চলি শ্রাবণী—

শ্রাবণী—শোন—

[হেমন্ত কি মনে করে ফিরে দাঁড়ায়, প্রশ্ন করে]

হেমন্ত—কিছু বলছিলে ?

শ্রাবণী—একটা কথার আজ আমার জবাব দিয়ে যাও—জীবনে এই হয়ত আমার শেষ দেখা—

হেমন্ত—শ্রাবণী !

শ্রাবণী—বাবা যেদিন তোমার হাতে আমায় তুলে দেন আমি তখন শিশু, তবু হয়ত সে কথাটি আমার মনে থাকত, কিন্তু একটা ঝড় এসে আমার সব কিছু অন্ধ করে দিয়েছিল—দুজনা আমরা দুজনার থেকে দূরে ছিটকে গিয়েছিলাম—

হেমন্ত—কিন্তু—

শ্রাবণী—জানি তুমি হয়ত আমার মায়েরই দোষ বলবে—দোষ তার ছিল, ঠিকই, কিন্তু সবটাই তো তার নয়—আমার ভাগ্যও হয়ত সেদিন আমায় ঐদিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বারো বছর বাদে যেদিন তুমি এলে, সেদিন তোমার কথা আমার কিছুই মনে নেই—অন্ত আর একজন—

হেমন্ত—ওসব কথা থাক শ্রাবণী—যা অতীত যা আজ আমরা সকলেই ভুলে গেছি—

শ্রাবণী—তুমি ভুলেছ কিনা তুমিই জান, কিন্তু কই আমি তো আজও ভুলতে পারলাম না। কিন্তু সে তো তোমার কথা নয়, সে তো আমার কথা—

হেমন্ত—আমার ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে শ্রাবণী—

শ্রাবণী—জানি—শুধু তুমি বলে যাও, সেদিন তোমার ঘর থেকে চলে এসেছিলাম বলে কি—

হেমন্ত—না-না, তুমি তো ভালই করেছ—ওর চাইতে আর ভাল কি হতে পারত—

শ্রাবণী—কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, বারো বছর পরে যখন একদিন অকস্মাৎ ঝড়ের মত আমার সামনে এসে দাঁড়ালে—যখন তোমার কোন কথাই আমার মনে নেই—সেদিন যদি একটা ভুল করেই থাকি—

হেমন্ত—শ্রাবণী!

শ্রাবণী—সেই ভুলটার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই? তার পরের এই যে বছর-গুলো—

হেমন্ত—আমার ঘরের দরজা তো তোমার জন্য চিরদিন খোলা ছিল শ্রাবণী—ঈশ্বর জানেন আমি আজও—

শ্রাবণী—তুমি—তুমি তো কই হাত ধরে এসে আমায় নিয়ে যাওনি, তোমার স্ত্রীর সমস্ত অপরাধ সমস্ত ভুলকে ক্ষমা করে—

হেমন্ত—শ্রাবণী!

শ্রাবণী—তুমি না ডাকলে কে আমায় ডাকবে—তোমার ঘর ছাড়া আর আমার ঘর কোথায়—

(হেমন্ত এগিয়ে এসে শ্রাবণীর হাত ধরে)

হেমন্ত—শ্রাবণী!

শ্রাবণী—বল।

হেমন্ত—ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে—যাবে না?

[শ্রাবণী হেমন্তর মুখের দিকে অশ্রুভরা চোখ তুলে তাকায়]

চল—এসো—

(দুজনে ওয়েটিংরুম থেকে বের হয়ে যায় হাত-ধরাধরি করে; ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়)

যবনিকা